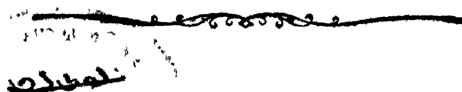
[redacted]

আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়াজ্বর।



আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাতীর্থ—

কবিরাজশ্রী (সুরেন্দ্রনাথ) গোস্বামী

বি, এ, এল, এম, এস, বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত।



কবিরাজ

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ কর্ত্তৃক

২৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে

প্রকাশিত।



মূল্য।০ চারি আনা।

জন্মভূমি-প্রেস।

কলিকাতা—৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

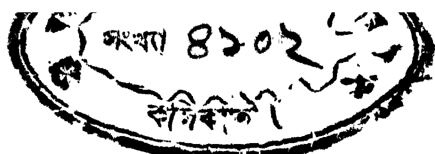


যে প্রণালীর চিকিৎসা অবলম্বন করিলে তরুণ জ্বরাদিতে কুইনাইন প্রয়োগ না করিয়াও আমরা কার্য্যসিদ্ধি—লাভ করিতে সমর্থ হই,—এই প্রবন্ধে বা পুস্তকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একবারে সে প্রণালীর চিকিৎসা বলিতে গেলে পাছে তাহার উপাদেয়তা সুস্পষ্ট প্রতিভাত না হয়, এই জন্য প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপ এ দেশে বিট্রিশ গভর্ণমেণ্টের প্রসাদে এ যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণের যে ক্রম অনুসৃত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে আমি ইহাতে অনেক স্থানে বলিয়াছি। আশা করি মনোযোগের সহিত এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন, আমার প্রদর্শিত আয়ুর্ব্বেদীয় জ্বর চিকিৎসা প্রণালী প্রতীচ্য চিকিৎসার আদর্শ না হইলেও অনুরূপ কিনা।

প্রবন্ধটি সর্ব্বপ্রথমে "আয়ুর্ব্বেদ সভায়" পঠিত হয়। প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া অনেক মহানুভব সুপণ্ডিত সুচিকিৎসক প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; সুপ্রসিদ্ধ "জন্মভূমি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে—উক্ত "জন্মভূমি" পত্রিকায় ইহা প্রথমে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে সুধী-সমাজে ইহা সাদরে পরিগৃহীত হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করি।

২৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩২শে আষাঢ়, ১৩২১ সাল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।



আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর।

যাঁহারা সহরে বাস করেন, এবং পল্লীগ্রামের বিশেষ কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা হয়ত অনুমান করিতে পারিবেন না,—পাড়াগেঁয়ে লোক আমরা আমাদের আজ কি দুরাবস্থা! মানুষের যতকিছু সুখ আছে, তাহার মধ্যে স্বাস্থ্যই তাহার পরম সুখ, আর যত প্রকার দুর্গতি আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি জ্বরে জ্বরে ভুগিয়া মরার মত বাঁচিয়া থাকা। এই সুখ হইতে যেমন আমরা আজ বঞ্চিত, এই দুর্গতিও আজ আমাদের ঘরে ঘরে। ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে সকল পরিবারে—সমস্ত পল্লীগ্রামে, যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা যাঁহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, মানবের যত প্রকার দুর্গতি আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি ম্যালেরিয়া। এই ব্যাধির দারুণ আক্রমণে মানুষ মানুষ থাকে না। তাহার শোভা সৌন্দর্য্য, বল বুদ্ধি কার্য্য পটুতা আত্মোন্নতির দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা সমস্তই ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাই বলিতেছি, যদি একবার এই পাপ ব্যাধি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে মানুষ মানুষ থাকে না। ম্যালিরিয়া এখন আমাদের গৃহে গৃহে—আমাদের পুত্র কন্যা, জনক জননী, পত্নী সোদর সোদরা এমন খুব কমই আছেন, যিনি আজ এই প্রবল পীড়ায় প্রপীড়িত নহেন? প্রাতে ও সন্ধ্যায় পল্লীর বক্ষে যে সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি উঠে, বলিতে কি—তাহার তিন ভাগেরও বেশী—এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির বিজয় সঙ্গীত। বাঙ্গলা দেশের যত কিছু অবনতি, ধরিতে গেলে, তাহার অধিকাংশেরই মূলে ম্যালেরিয়া অনেক পরিমাণে দণ্ডায়মান।

কৃষকের ক্ষেত্রে ভাল করিয়া আর যে শস্য সমুৎপন্ন হয় না, তাহার কারণ ভূমির উর্ব্বরতার তত বৃদ্ধি নহে, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিচার করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, চাষার হাতের কব্জীতে বল নাই, চরণে শক্তি নাই, লাঙ্গলের ফাল জোর করিয়া মাটীর ভিতর সে অনেক্ষণ ধরিয়া বসাইয়া রাখিতে পারেনা—এই জন্য ষোল্‌আনা ফসলের জায়গায় সে কোনরূপে ছয়আনা ফসল পায়, আর আধপেটে খাইয়া তাহার পুত্র পরিবার কোনরূপে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে। এই দীন পরিবারের উপর গঙ্গার

বাণের মত এই ব্যাধির আক্রমণের যত জোর। কম্পজ্বরে কাঁথা মুড়ি দিয়া বেলা দশটার পর হইতে সে শোয়, আর সূর্য্যদেব পাটে বসিলে সে উঠে— প্রত্যূষের কয়েক ঘণ্টা তাহাতে জমী ভাল করিয়া চষা তাহার পক্ষে সম্ভব কি? ম্যালেরিয়ায় আমাদের দেশের উন্নতির প্রথমস্তর বিধ্বস্ত! সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই পূত জন্মভূমির দক্ষিণহস্ত ম্যালেরিয়ায় আজ এইরূপে একরূপ নিস্তেজ! দেশের আশা ভরসা, ভবিষ্যতের আলো,—আমাদের ছাত্রসমাজ তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন,—কি দেখিবেন, দেখিবেন, তাহাদের উজ্জ্বল নয়ন জ্যোতিশূন্য, মুখ মলিন, চক্ষুর কোণে রক্ত নাই,—উদর প্লীহায় অর্দ্ধেক জুড়িয়া গিয়াছে! যকৃতেও অপরার্দ্ধ পূর্ণ! মনে উৎসাহ থাকিলেও শরীরে সামর্থ্য নাই, পড়াশুনা করিবে কি? মস্তিষ্ক ২।১ ঘণ্টা না পড়িতেই অবসন্ন হইয়া আসে! জন্মভূমির প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাই আজ নিরানন্দে পরিপূর্ণ। এই সুখের শরৎ—এই কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ— উষ্ণদেশে কত আনন্দের দিন! কত উৎসবের দিন! কিন্তু পরিবারের মধ্যে এমন লোক নাই যে, একজন বল করিয়া আর একজনের সেবা করে,—গৃহলক্ষ্মী যিনি তিনিও যেমন দুর্ব্বল ও পীড়িত, তেমনি তাঁহার আশ্রিত যাহারা তাহারাও দুর্ব্বল ও পীড়িত। এমন পরিবার অনেক, যে ঘরে চাল ডালের সংস্থান থাকিতেও রাঁধিবার লোকের অভাবে তাহাদের উনুনে আগুণ জ্বলে না। ম্যালেরিয়ায় দেশ বাস্তবিকই অবসন্ন, মৃত্যু সংখ্যাও ইহাতে এত বেশী যে, অন্য কোন ব্যাধির সহিত ইহার তুলনাই হয় না! শুনিলেও হৃৎকম্প হয়,—যে নদীয়ার প্রায় অর্দ্ধেক লোক, যশোহরের প্রায় তিনভাগ লোক, এই ব্যাধির আক্রমণে আজ আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। নৈহাটী, কাচড়াপাড়া হালিসহর, গুপ্তিপাড়া, সোমরা, বলাগড়, উলো প্রভৃতি প্রাচীন বহু বিখ্যাত বিখ্যাত পল্লী আজ যে এক প্রকার জনশূন্য, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আজ যে পেচকের, বাদুড়ের ও কপোতের লীলাগৃহ, পথ ঘাট যে অরণ্যে ভরিয়া গিয়াছে—কে বলিবেন ম্যালেরিয়া তাহার কারণ নহে? ম্যালেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে, ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। গৃহের পর গৃহ, পল্লীর পর পল্লী, গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা, অধিকার করিয়া ম্যালেরিয়া এখন সহরেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্রই এখন ম্যালেরিয়া! কিন্তু এই প্রবল পাপ কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, কবে আসিল, কেহ সুনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন কি? কমিশনের পর কমি-

শন বসিয়াছে ও বসিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি ভাল করিয়া স্থির হইল না, ইহার মূল কিসে? ইহার প্রতিকারের উপায় কি? দয়ালু গভর্ণমেণ্ট এই বিপৎপাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছেন, কিন্তু উলোর মড়কের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার আর নিবৃত্তি নাই! কিসে এই পাপ ব্যাধি এদেশ হইতে দূরীভূত হইবে, কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। কেহ বলিতেছেন, নদীর অপ্রবলতা দূর করিলেই দেশ ম্যালেরিয়া হইতে বিমুক্ত হইবে, কেহ বলিতেছেন, অরণ্যানিই ইহার মূল, কেহ বলিতেছেন, রেলপথ, কেহ বলিতেছেন অন্নকষ্ট, কেহ বলিতেছেন, দুষ্ট গ্রহ, কেহ বলিতেছেন, দুষ্টজল, যাহার যেমন প্রবৃত্তি তিনি সেইকথা বলিয়া ইহার প্রতীকারের সদুপায় স্থির করিতেছেন—কিন্তু বলিতে কষ্ট হয়,—প্রতী-কার এখনও সদূরপবাহত। মশকে ম্যালেরিয়া আনয়ন করে, মশকের ধ্বংস সাধন ইহার একমাত্র উপায়, এইমত আজ অধিকাংশ প্রাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের অনেকেই বোধহয় জানেন না, আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া নূতন নহে,—ইহার অতি প্রসরতা নূতন হইলেও ইহার উৎপত্তি এ দেশে বহু প্রাচীন। তখন ইহার ভিন্ন নাম ছিল,—এমন ভিন্ন নাম, যে আমাদের বহু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদও সে নাম জানিতেন না। আজ কাল আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া কি, তাহা জানে, কিন্তু "তক্মন্" বলিলে কি বুঝায়, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? এখন-কার ম্যালেরিয়া আর তখনকার তক্মন্ একই রোগ। অথর্ব্ববেদের একটী সূক্তের আমি যে অনুবাদ করিয়াছি, তাহাতে আছে—"হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী শীতজ্বরের উৎপাদক তক্মন্! তোমাকে নমস্কার! হে শীতানন্তর সঞ্জাত জ্বর! তোমাকে নমস্কার! হে সন্তাপ জনক জ্বর! তোমাকে নমস্কার! হে ঐকাহিক দ্ব্যহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থকজ্বর! তোমাদিগকেও নমস্কার! এই নমস্কার দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাও!" যে সূক্তে এই কথাগুলি আছে, সে সূক্তটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নমঃ শীতায় তক্মনে
নমঃ রূড়ায় শোচিষে কৃণোমি॥
যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি
তৃতীয়কায়-নমো অস্তু তক্মনে॥

সায়ন "তক্মনে" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,— "কৃচ্ছ্রজীবন কারিণে রোগায়",

আয়ুর্ব্বেদের অনেক সূক্তে এইজ্বর ও জ্বর-চিকিৎসার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ যে সময়ের পুস্তক, সে সময়ে এদেশে যে ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল, এই সূক্তের মত বহু সূক্তে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের উৎপত্তির কাল ও ইতিহাস যাহা বর্ণিত আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি,—দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসের পরই, এদেশে আটটি মহাবল ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে— দক্ষাধ্বরের পূর্ব্বে গুল্ম, কুষ্ঠ, প্রমেহ, উন্মাদ, অপস্মার, রক্তপিত্ত এবং জ্বর ছিল না। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় হইতে এই ব্যাধি কয়েকটির উৎপত্তি ঘটে। জ্বরও এই সময়ে প্রথম সমুৎপন্ন হয়।

মহর্ষি পুনর্ব্বসু লিখিয়াছেন———

"তস্মিন হি দক্ষাধ্বরোধ্বংসে দেহিনাং দিক্ষু
বিদ্রবতামতিসরণ প্লবন লঙ্ঘনাদ্যৈর্দেহ
বিক্ষোভনৈঃ পুরা গুল্মোৎপত্তিরভূৎ।
হবিষ্প্রাশনান্মেহ কুষ্ঠানাং, ভয়োত্রাসশোকৈ
রুন্মাদানাম্ বিবিধ ভূতাশুচিসংস্পর্শাৎ
অপস্মারাণাম্, জ্বরস্তু খলু
মহেশ্বরললাটপ্রভবঃ; তৎসন্তাপা
দ্রক্তপিত্তম্। অতিব্যবায়াৎ
পুনর্নক্ষত্ররাজস্য রাজযক্ষ্মেতি।"

"দক্ষযজ্ঞের সঙ্গে বা ইহার কিছু পরে, আয়ুর্ব্বেদমতে জ্বরের উৎপত্তি হইলেও ইহার প্রকৃত আকার আয়ুর্ব্বেদের সূক্তেই স্ফুটতরভাবে চিত্রিত দেখিতে পাই। দেখি, ইহা ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যাহক ও চাতুর্থকরূপে মানবের জীবন অতিশয় কৃচ্ছ্র করিয়া তুলে। ইহাতে প্রথম শীত করে, শীতের পর জ্বর স্পষ্ট প্রকাশ পায়। জ্বর স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে, শরীর অত্যুষ্ণ হয়, তা ছাড়া ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক ও চাতুর্থকরূপে ইহা মুক্তানুবন্ধী এবং ইহার বিষময় ফল এই হয়—যে, ইহাতে শরীরের রক্ত এত কমিয়া যায় যে, তাহা হরিদ্বর্ণের আকার ধারণ করে।" অথর্ব্ববেদের অন্যত্র এই হরিদ্বর্ণের কথা আছে; ঋষি বলিতেছেন, হে তক্মন্! যদিও তুমি উক্ত গুণবিশিষ্ট, যদিও তুমি শরীরের সন্তাপকারী, যদিও অগ্নিতে তোমার জন্ম, তথাপি তোমার আর একটী নাম রূঢ়ু অর্থাৎ হরিদ্বর্ণের উৎপাদক। "রূঢ়ুর্নামাসি হরিতস্য"

সায়ণ এইখানে বলিতেছেন,— "যদ্যপি তে বহূনি নামানি সন্তি তথাপি ইদমেব

নাম প্রসিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। আমরা এইরূপ জ্বরের বর্ণনা পাঠ করিয়া অবশ্য মনে করিতে বাধ্য হই, যে আমাদের দেশে এখন ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া যাহা সুপরিচিত, খুব কম হইলেও ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশেই তাহার উৎপত্তি, তখনও ইহা মানবের জীবন যেমন কৃচ্ছ্র করিয়া দিত, এখনও সেইরূপ দেয়,— তবে তখনকার লোক ইহাকে তক্মন্ বলিয়া জানিত, এখন লোকে সে কথা ভুলিয়া নূতন নামে ইহার নামকরণ করিয়া বলে—ম্যালেরিয়া।

অথর্ব্ববেদের তক্মন্ জানি না কেন আয়ুর্ব্বেদে ঠিক এই নামেই অভিসংজ্ঞিত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদে ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক জ্বর সকলেই জানেন, বিষমজ্বর বলিয়া উক্ত। বিষমজ্বর বলিয়া উক্ত হইলেও, আমার বিশ্বাস আমরা জানি না কিম্বা জানিতে চেষ্টা করি না যে, ম্যালেরিয়া ও বিষমজ্বর এক। যদি জানিতাম ম্যালেরিয়ার সহিত বিষমজ্বরের একতা আছে,—তাহা হইলে জ্বরের তরুণ অবস্থায় রোগীকে ডাক্তারের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া বিষমজ্বরের জন্য আমরা নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতাম কি? আর এইরূপ বসিয়া থাকিতে গিয়া এ কুল ও কুল দুকুল বিসর্জ্জন দিয়া পল্লীগ্রামের একটি হ্যাট কোট পরা ঘোড়ায় চড়া কম্পাউণ্ডারের অভ্যুত্থান দেখিয়া আপনাদের অন্নের অসংস্থান ভাবিতে ভাবিতে বিষাদে, হিংসায়, ঈর্ষায়, অভিমানে এত জর্জ্জরিত হইতাম কি? আমরা বুঝিয়াছি,— কুম্ভীরের বুদ্ধিতে— বর্ষা না আসিলে মস্তোকপরি উপবিষ্ট কাককে খাইতে পারিব না; আমরা বুঝিয়াছি, কুইনাইন আটকাইলেই রোগী আমাদের হাতে আসিবে— আমরা তাই কুইনাইন আটকান জ্বর আর বিষম জ্বর এক করিয়া ফেলিয়াছি; করিয়া ভাবি, ম্যালেরিয়া আগে—পরে, অনেক পরে বিষম জ্বর। আগে ডাক্তার পরে আমরা। এইরূপ পর পর করিতে গিয়া, আমরা আপনার পায়ে আপনি যে দারুণ কুঠারাঘাত করিয়াছি, তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। জ্বরের চিকিৎসা—তরুণ, মধ্যম, এমন কি যাহাকে আমরা বিষম জ্বর বলি, সেই জীর্ণ জ্বরেরও চিকিৎসা আমাদের হাত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন কয়েকটি যক্ষ্মা, কয়েকটি শোথ, কয়েকটি উদরাময়, দুদশটি প্রমেহ বা সামান্য সামান্য আর কিছু ইহাই ভাগা ভাগি কাড়া কাড়ি করিয়া আমরা যা দু পয়সা উপার্জ্জন করি! দেশের তিনভাগ বা অধিক লোক যে ব্যাধিতে অহর্নিশ কষ্ট পাইতেছে, তাহার সংবাদ আমরা সত্য সত্যই রাখিনা; রাখিলেও, কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা নিজেই এমন কি নিজের ঘরের রোগী ডাক্তারের হস্তে

তুলিয় দিয়া মনে করি " আঃ বাঁচিলাম!" বর্ষা আসিলে কাককে জব্দ করিব, এই কুম্ভারবুদ্ধিই আমাদিগের এই পরাজয়, এই জাতীয় অবমাননার মূলে দণ্ডায়মান। ম্যালেরিয়া ও বিষম জ্বর এক এই কথাটি মনে করা। এই টুকু মনে না করায় আমরা দিন দিন এ কুল ও কুল দুকুল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। আমরা তাই আজ নিরন্ন! তাই আজ শতকরা ৯৯ জন কবিরাজের গৃহে গ্রাসাচ্ছদনের অভাব! এক-জন কম্পাউণ্ডার যেখানে ১০০ টাকা মাসিক হাসিতে হাসিতে উপার্জ্জনা করে, সেখানে একজন ব্যাকরণতীর্থ—কাব্যতীর্থ—সাংখ্যতীর্থ—ন্যায়তীর্থ—কবিরাজ ১৫ ২০ টাকা—তাহাও পান কি না সন্দেহ! সহরের ২।৪ জন কবিরাজের সৌভাগ্যের কথা আমি বলিতেছি না, আমি বলিতেছি,—তাঁহাদেরই কথা যাহারা পল্লীতে পল্লীতে অধিষ্ঠিত, সচ্চরিত্র গুণবান বিদ্বান ও ধার্ম্মিক বলিয়া সমাদৃত,— আমি বলিতেছি, আমাদের দরিদ্র কবিরাজ মণ্ডলীর কথা।

ম্যালেরিয়াকে বিষম জ্বর বলিয়া বুঝিলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হইত না। আমি দেখাইব, আয়ুর্ব্বেদের ভিতর এমন সকল ঔষধ আছে, যাহারদ্বারা বিষমজ্বর মনে করিয়া ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিলে নিশ্চয়ই জ্বরের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু সেকথা বলিবার পূর্ব্বে আমাকে দেখাইতে হইবে যে, ম্যালেরিয়া এবং বিষমজ্বর—এক—একই তত্ত্ব।

চরক এবং সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে আমি আপনাদিগকে এই সমতা বুঝাইয়া দিতে পারিব না, পারিলে আপনারা নিজেই দেখিতেন, বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়া সমানার্থক শব্দ।

আয়ুর্ব্বেদের " জ্বরোৎসৃষ্টস্য বাপুনঃ " ইত্যাদি শ্লোকের ও ইহার টিকাটিপ্পনির প্রকৃত মর্ম্ম আপনারা যেরূপ বুঝিবেন, সেইরূপ বুঝিতে হইলে, আমাকে বহুদিন ধরিয়া আপনাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়। চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থ করুণাময়ী বাগ্‌দেবী আপনাদিগকে বুঝিতে যেরূপ অবসর দিয়াছন, সেরূপ অব-সর আমাকে দেন নাই। সংস্কৃতাভিজ্ঞতায় আমি আপনাদিগের দাসানুদাসেরও উপযুক্ত নহি। তথাপি যে আমি বলিতেছি, আমি ম্যালেরিয়া জ্বর এবং বিষম-জ্বরের সমতা প্রতিপাদন করিতে পারিব, তাহা অন্য উপায়ে—তাহা বুদ্ধিতে বা বিদ্যাতে নহে,—যুক্তিতে, আয়ুর্ব্বেদের তন্ত্রে নহে—পুরাণের সাহায্যে আমি যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিব যে, বিষম জ্বর এবং ম্যালেরিয়া একই বস্তু। কিন্তু এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে দয়া করিয়া আপনাদিগকে আমার একটি

কথায় কিছুক্ষণের জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমি আয়ুর্ব্বেদের ভূত বিস্তার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাহা যাহা পাইয়াছি আবান্তর প্রসঙ্গ হই-লেও আপনাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া তাহা একটু শুনিতে হইবে। "জন্মভূমি" নামে সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার যদিও ধারাবাহিকরূপে আমি এইসকল বিষয় লিখিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আপনাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এখানে সেইজন্য সেইসকল কথাই পুনরায় বলিতে হইবে।

আমি সুশ্রুতের "অমানুষ প্রতিষেধ" অধ্যায় অধ্যয়ন করিবার সময়—বালগ্রহ প্রতিষেধাধ্যয়ও পাঠ করি, এবং তাহার পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের ব্রণবন্ধনাদি উপ-দেশ সকলও মনোযোগের সহিত প্রতীচ্য বিজ্ঞানের আলোকের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করি। এইসময়ে আমার সুদৃঢ় ধারণা জন্মে, যে আয়ুর্ব্বেদের ভূতবিদ্যা প্রতীচ্যবিজ্ঞানের Bacteriology র অনুরূপ কোন তত্ত্ব। আয়ুর্ব্বেদের ভূতাভি-ষঙ্গোত্থরোগের চিকিৎসা Antiseptic চিকিৎসা ও শুচির সমাধান। আমি এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে দিন সুশ্রুতের যুক্তসেনীয় অধ্যায় পাঠ করি, সেই দিন দেখিতে পাই, আমাদের দেশে ধন্বন্তরিযুগে বা তাহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, রাজার স্কন্দাবাসে একজন বৈদ্য এবং একজন পুরোহিতকে একত্র রাজচিকিৎসার জন্য অবস্থিতি করিতে হইত। পুরো-হিতের কার্য্য ছিল,—দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা ; বৈদ্য যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ছিলেন। পুরোহিত ব্রহ্মবংশীয় বলিয়া উচ্চ সম্মান তাঁহার ছিল, বৈদ্যকে পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসা করিতে হইত, কিন্তু কথার ভাবে বুঝা যায়, বৈদ্যের বিদ্যাবত্তা তখন পুরোহিতের অনেক উর্দ্ধে। কেবল ব্রাহ্মেতরবংশীয় বলিয়া আভিজাত্যে বৈদ্যকে পুরোহিতের নিম্নে অবস্থিতি করিতে হইত। বৈদ্য বহুবিদ্যাসম্পন্ন বলিয়া সমুদ্রিতধ্বজের মত তখন সকলেরই ভক্তির পাত্র। সহস্র সহস্র রোগী তাহার চিকিৎসালাভার্থ সেখানে সমবেত হইতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে পুরোহিতের যাহাকিছু সম্মান তাহা আভিজাত্যে।

সুশ্রুতের ব্রণবিজ্ঞানাধ্যায়ে এই পুরোহিত এবং বৈদ্যকে পাশাপাশি সমান ভাবে ব্রণরোগীর চিকিৎসার্থ নিযুক্ত দেখি। কিন্তু যুক্তসেনীয় অধ্যায়ে দেখি, বিদ্যাবত্তায় বৈদ্য পুরোহিত অপেক্ষা সাধারণের নিকট অধিক পূজনীয়।

তারপর কল্পস্থানে দেখি—পুরোহিতের চিকিৎসার উপর লোকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেনা। সাপের বিষ নামাইতে পুরোহিত চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু লোকে একজন বৈদ্যকে ডাকিয়া আনিয়া সেখানে

রাখিয়াছে। যদি পুরোহিতের উচ্চারণ দোষে মন্ত্র কার্য্যকরী না হয়, তাহা হইলে বৈদ্য তৎক্ষণাৎ অগদ প্রয়োগ করিবেন। বৈদ্যের বুদ্ধি প্রসূত অগদ সকলেই জানে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। এইখানে পুরোহিতের অধঃপতন স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

তারপর বালরোগ প্রতিষেধ্যায়ে দেখি পুরোহিতের এমন অধোন্নতি ঘট-য়াছে যে, তাঁহারা ব্রহ্মবংশীয় হইলেও জানেন না, স্কন্দ ও স্কন্দাপস্মার বিভিন্ন কিনা! সুশ্রুত পুরোহিতকে গালি দিতেছেন, অবিজ্ঞান ধরিয়া দেহ চিন্তক বলিয়া।

ইহার পর অমানুষ প্রতিষেধাধ্যায়। এখানে কি দেখি? দেখি পুরোহিতের এমন দুর্দ্দশা—যে তাহাকে ভূতবিদ্যার অধিকার হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাবনা হইতেছে। বৈদ্য এখন নিজ হস্তে দৈব এবং যুক্তি উভয় ভেষজ প্রয়োগেরই ভার গ্রহণ করিয়াছেন; পুরোহিতের আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখন না থাকিলেও চলে। বৈদ্যই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। কালের পরিবর্ত্তনে পুরোহিতের এই পরিবর্ত্তন যখন, তখন আয়ুর্ব্বেদে নূতন করিয়া অনেক পরিভাষা সংগঠিত হয়। তাহার মধ্যে আমি একটিব কথা এখানে আপনাদিগকে জানাইতেছি। পূর্ব্বে পুরোহিতদিগের সময়ে লোকে মনে করিত, দেবতারা মানুষের শরীরে নিজেই আবিষ্ট হয়েন, হইয়া অমানুষ রোগ প্রভৃতি উৎপাদন করেন। প্রাচীন কলডিয়া, প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া, প্রাচীন এসিরিয়া প্রাচীন ইরাণে ব্যাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিশ্বাস বা সিদ্ধান্ত, এখানেও সেই বিশ্বাস বা সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে তখন বৈদ্য জাতির অভ্যুদয়ে এক নূতন আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৈদ্য নূতন পরিভাষা পরি-গঠন করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে সংস্থাপন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। তিনি বুঝাইতেছেন, পূর্ব্বে যে লোকে বিশ্বাস করিত, দেবতারা নিজেই মানুষের শরীরে আবিষ্ট হইয়া তাহাতে নানাবিধ ব্যাধির উৎপাদন করেন, একথা সত্য নহে। দেবতারা নিজে মানুষের শরীরে আবিষ্ট হওয়া ত দূরের কথা স্পর্শও করেন না। দেবতাদিগের অযুত সহস্র পদ্ম বা অপরিসংখ্যায় পরিচারক আছে, যাহারা অসৃগ্‌বসমাংসভুক্‌ এবং জিঘাংসু; ইহারাই মানু-ষের শরীরকে অশুচি বা ক্ষতযুক্ত পাইলেই তাহাতে আবিষ্ট হয় এবং নানা-বিধ ব্যাধির সৃষ্টি করে। বেদে এই সকল জিঘাংসু পদার্থ "নৈর্ঋতেয়া" বা নির্ঋতি বা তাহার প্রসব বলিয়া অভিহিত। কিন্তু এখন হইতে এই-

সকল জিঘাংসু পদার্থের সংজ্ঞা হইল "ভূত" তা ছাড়া এ সময়ে প্রচারিত হয়, আরও একটি কথা, সে কথাটি এই যে, দেবতারা নিজে ত মানুষের শরীরে আবিষ্ট হয়েন না, তা ছাড়া তাঁহাদের যে সকল অনুচর দেবতাত্মক তাহা-রাও দেবপ্রকৃতিত্বহেতু মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেন না। যাহারা রাক্ষস প্রকৃতিক—নৈর্ঋতেয়া বা তাহাদের বংশ তাহাদেরই এই ক্রম।

নির্ঋতে র্যাতুহিতর স্তাসাং স প্রসবঃ স্মৃতঃ।

ভূতের এই নূতন সংজ্ঞা করিতে গিয়া—যে সকল উপদেশ—সুশ্রুতগ্রন্থে অধ্যাহৃত হইয়াছে, সেই উপদেশ সকল আপনারা সুশ্রুতগ্রন্থে শ্লোকাকারে যথাযথ-ভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধের দীর্ঘায়তন লাঘব করিবার জন্য সে শ্লোকগুলির সকল এখানে উদ্ধৃত হইল না। কেবল মাত্র একটি শ্লোক যাহাতে আমার সব কথাগুলি কিছু কিছু প্রতিফলিত আছে, তাহাই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি— শ্লোকটি এই—

নতে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি
ন বা মনুষ্যান্ কচিদাবিশন্তি
যে বা সংবিশান্তীতি বদন্তি মোহাৎ
তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্যাঃ।

সুতরাং বলিতে হইবে, নূতন মতে দেবতাদিগের অসংখ্য জিঘাংসাপ্রকৃতিক পরিচারকই ভূত সংজ্ঞায় অভিহিত। মার্কণ্ডেয়পুরাণ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে এই নৈর্ঋতেয়াগণ কি ভয়ানক অনিষ্ট জনক পদার্থ। আর জানিতে পারি যে—এই ভূত সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—এমন ক্ষুদ্র যে চর্ম্মচক্ষের অগ্রাহ্য পদার্থ। বর্ণহা, শস্তহা, স্নেহেহা, রেতোহা—ইহাদের নানা জাতি, নানাকারে বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া বেড়াইতেছে। রন্ধ্রা-ন্বেষী এই সকল পদার্থকে অথর্ব্ববেদ "কিমিদিন" বলিয়াছেন। যাহা হউক সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বলিতে হয়, প্রাচীন চিকিৎসাক্ষেত্রে ধন্বন্তরিযুগে যেমন ভূতের নূতন সংজ্ঞা, নূতন পরিভাষা পরিগঠিত হয়—সেইরূপ সেই সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বৈদিক বা পুরোহিত সম্প্রদায় চিকিৎসা ক্ষেত্রের একদিকে নিষ্প্রভ জ্যোতিতে দণ্ডায়মান; আর এক দিকে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজের মত উদীয়মান এক সম্প্রদায় আপনাদিগের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার জয়পতাকা হস্তে করিয়া ও আধিপত্য ঘোষণা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র সুশ্রুত সংহিতায় এই নব সম্প্রদায়ের

অভ্যুত্থানের কথা স্পষ্টতঃ না হইলেও, স্থানে স্থানে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। চরকসংহিতা কিম্বা অন্য কোন গ্রন্থে এ সকল কথা নাই। আর যেখানে আছে, সেখানেও পূর্ব্বোক্ত শব্দের যথাযথ অর্থের পরিবর্ত্তে তাহার বিকৃতিই উদ্ভাবিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাবপ্রকাশের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—ভাব প্রকাশের টীকায় পুরোহিত শব্দের অর্থ মন্ত্রী এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতা হইতেই জানিতে পারা-যায় যে ধন্বন্তরি যুগে দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরস্পর বিবদমান হইয়া আপনাদিগের প্রতিভার পরিচয় দিতেছিলেন।

চরক এবং সুশ্রুতসংহিতা বৈদিক গ্রন্থ। প্রাচীন ঋষিদিগের মত ইহারা উভয়েই স্পষ্ট করিয়া তারস্বরে অমীমাংস্যানি অচিন্ত্যানি ইত্যাদী শব্দের দ্বারা— সন্দেহের সোপানের অতি উর্দ্ধে সংস্থাপন করিতে সবিশেষ প্রযত্নশীল হইয়াছেন। এইরূপ প্রযত্নশীল হইলেও, সুশ্রুত স্থানবিশেষে তাঁহার উদারতার পরিচয় স্বরূপ বৈদিক মতের প্রতিদ্বন্দ্বী এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের আভাস আমাদিগকে জ্ঞাপন করিতে ক্রটি করেন নাই।

এই নবসম্প্রদায়ের নূতন প্রচারিত মতের উপর নির্ভর করিয়া আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে — বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়াজ্বর একই— একই তত্ত্বা ভূতবিশেষের সংসর্গে উভয়ই সমুৎপন্ন, এবং সেই সঙ্গে দেখাইব, আয়ুর্ব্বেদে বিষমজ্বরের ভূতাভিষঙ্গ ধরিয়া যে সংপ্রাপ্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তা ছাড়া বিষমজ্বরের আর একটি সম্প্রাপ্তি আছে এবং সে সংপ্রাপ্তির কথা আমাদের আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এমন অস্ফুট অস্পষ্ট এবং উপেক্ষার ভাবে লিখিত হইয়াছে, যে তাহাতে পাঠকের দৃষ্টি পড়ে কি না পড়ে।

যাহা অতি উজ্জল স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার কথা— তুলাদণ্ডে ওজন করিলে ওজনে দ্বাদশ সহস্রী চরক সংহিতা— তথৈব সুশ্রুত সংহিতা একদিকে আর যে অর্দ্ধ শ্লোক একদিকে সমগরিমা বহন করে, সেই অর্দ্ধ শ্লোককে এমন উপেক্ষার ভাবে লিখিয়া সাধারণের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া রাখায় যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতির আর কি পুরণ আছে? আয়ুর্ব্বেদ আজ যে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সংঘর্ষে এতাদৃশ লাঞ্ছিত অপমানিত ও পরাজিত— আয়ুর্ব্বেদোপজীবী চিকিৎসকগণ আজ যে দুরবস্থাপন্ন— দুর্ব্বল ও নিস্তেজ আমার মনে হয়, ঐ শ্লোকার্দ্ধকে যথোপযুক্ত আকারে প্রকটিত হইতে না দেওয়াই তাহার কারণ। এই শ্লোকার্দ্ধটি কি তাহা জানিবার জন্য আপ-

নাদের কৌতুহল হইতেছে; কিন্তু সেই চরণটি এখানে আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বে আমি বলিতে চাই——

আয়ূর্ব্বেদে বিষমজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর একই তত্ত্ব।

যাঁহারা চরক সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ূর্ব্বেদগ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জ্বরের উৎপত্তি কথায় প্রাচীন ঋষিদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া "কেচিৎ" শব্দে অভিসংজ্ঞিত একদল লোক—তাহাদের নিজের মত প্রচার করিবার জন্য যত্নশীল। এই "কেচিৎ" শব্দাভিসংজ্ঞিত ব্যক্তিগণের নাম যদিও আমরা ভাল করিয়া অদ্যাবধি জানিতে পারি নাই, তথাপি আমরা ইহার কতকটা আভাস যে না দিতে পারি এমন নহে। ডল্লনের নিবন্ধ সংগ্রহের এক স্থানে লেখা আছে ——

"ইদানীং ভেড় ভালুকি
পুষ্কলবাণাদিনাং অল্পতন্ত্রবিদাং
মতেন বিষমজ্বরোৎপত্তিমাভিধায় ইত্যাদি।

এই লেখাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে সাহসী হই যে, আয়ু-র্ব্বেদে জ্বরোৎপত্তির সূত্রে "কেচিৎ" শব্দাভিসংজ্ঞিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পূর্ব্ব-কথিত ভেল, ভালুকি, বাণ পুষ্কলাবত প্রভৃতি যে সকল খ্যাতনামা চিকিৎ-সক বিদ্যমান্ ছিলেন, তাঁহারা প্রচার করিতে ছিলেন, অহিত সমুথ বিষমজ্বর এই বৈদিক মতের বিরুদ্ধে যে বিষমজ্বর "ভূতাভিষঙ্গোত্থ"

"কেচিৎ ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম॥"

যদিও এই শ্লোকের ভাবমিশ্রাদির অনুবাদক কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, "ভূতাভিষঙ্গোত্থ জ্বরকে কেহ কেহ বিষম জ্বর বলেন," কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, ইহার অর্থ এইরূপ না হইয়া এইরূপ হওয়াই উচিত, যে, "কেহ কেহ কেহ বলেন, বিষম জ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ।"

মাধব তাঁহার জ্বরনিদানে বিষমজ্বরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই শ্লোকার্দ্ধ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থ সুশ্রুতেও এই শ্লোকার্দ্ধ বিষম জ্বরের প্রকরণেই পরিপঠিত হইয়াছে। ডল্লনের নিবন্ধ সংগ্রহেও এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লেখা আছে,

"বিষমজ্বরে ভূতাদি হেতুরুক্তঃ
তস্য সমর্থনমাহ আগন্তুরিত্যাদি।"

তা ছাড়া বিজয় তাঁহার মধুকোষে লিখিয়াছেন——

" কেচিদিত্যাদি———
পরবচনমপ্রতিষিদ্ধমনুমতং
সুশ্রুতেন।—

অতএব বিষমজ্বরে দৈবাশ্রয়ং বলিহোমাদি ভূতোচিতং যুক্তিব্যবব্যাপপাশ্রয়ং কষায় পাচনাদি দোষোচিতং বিধিয়তে।"

যদিও ডল্লন এই মতাবলম্বিব্যক্তিদিগকে অল্প তন্ত্রবিদ্ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বিজয়ের কথার ভাবে আমরা বুঝিতে পারি, এই মত অপ্রতিষিদ্ধ হইলেও উপেক্ষণীয় নহে, কেন না —

" অনুমতং সুশ্রুতেন "

সুশ্রুত যখন এই মত নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন বলিতে হইবে, প্রকারান্তরে তিনিও ইহার, সম্পূর্ণ না হইলেও কথঞ্চিৎ, পক্ষপাতী।

বিষমজ্বর অহিত সম্ভূত প্রাচীন ঋষিদিগের এই বিশ্বাস। নূতন সম্প্রদায় বলিতেছিলেন, না তাহা নহে.— বিষম জ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ। যদি এই শেষোক্ত মত সুশ্রুতের অনুমতই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সকলকে স্বীকার করিতে হইবে,— ধন্বন্তরির যুগে এদেশে বিষম জ্বরের উৎপত্তির প্রসঙ্গেও দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী মত বিদ্যমান্ ছিল। এক সম্প্রদায় বলিতেছিলেন "অপথ্য বিষম জ্বর আনয়ন করে," আর এক সম্প্রদায় বলিতেছিলেন যে, ভূতাভিষঙ্গেই বিষম জ্বর সমুৎপন্ন হয়। যাঁহারা এই শেষোক্ত মতের পরিপোষক, তাহারা যে অল্প তন্ত্রবিদ্,— ঠিক একথা বলিতে পারা যায় না; তবে বলিতে পারা যায়, যে তাঁহারা এই নূতন মত প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেও, ধন্বন্তরি যুগে এ অভিনব উপদেশ বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া তেমন প্রসিদ্ধি ও প্রসরতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা চিকিৎসা ক্ষেত্রে অপ্রতিষিদ্ধ বলিয়া কতক পরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছিল।

বৈদিক ঋষিদিগের কথার উপর কথা কহিবার সে সময় নহে, তথাপিও যে কথা উঠিয়াছিল, তাহাতেই আমাদের মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, এই নবীন বিজ্ঞানবিদ্গণ এমন কোন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা লোকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারিতেন যে,— বিষম জ্বর সত্য সত্যই ভূতাভিষঙ্গোত্থ।

বৈদিক ঋষি বাক্য দুইটি জিনিষকে ভয় করে, প্রথম প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। বেদকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। ইন্দ্রপূজা রহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার ভগবত্ত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থা-

পন করেন, বোধ হয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সে কথা নূতন করিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষবাদী,—তিনি দর্শনকে আপনার চক্র স্বরূপ সাদরে গ্রহণ করিয়া অপ্রত্যক্ষ কাল্পনিক বৈদিকবাদের উপর জয় লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যক্ষের দেবতা— প্রত্যক্ষের পূজক, প্রত্যক্ষের উপর আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত সংস্থাপন করিয়া জয়যুক্ত।

ভেড়, ভালুকি, বাণ, পুষ্কলাবত নবসম্প্রদায়ের জয় পতাকা হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেও বিষমজ্বর যে ভূতাভিষঙ্গোত্থ, এ মত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজের! তিনিই এই অভিনব মত প্রচার করিয়া, আমরা বলি—কেবল ভারতে কেন, সমস্ত জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যদেশে আর্য্যজাতীর যে কিছু গৌরব—তাহা গীতার উপদেষ্টা এই পরম পুরুষের! আমি যে এ সকল কথা বলিতেছি, ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে; যদিও শুনিতে উপন্যাসের মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি এখনই প্রমাণ দিয়া দেখাইব যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য—অতি সত্য অতিরঞ্জিত বলিয়া ইহাতে বিশ্বাসের অযোগ্য কিছুই নাই।

আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা এখন যে স্রোত পথে প্রবাহিত, তাহাতে এসকল কথার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা কেবল চরক এবং সুশ্রুতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ না করিয়া, বেদ পুরাণাদি গ্রন্থেকেও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া অনুভব করিয়া, ঐ সকল পুস্তক সযত্নে পাঠ করিতে ব্যাকুল হন্, তাঁহারা অবশ্য বলিলেই বুঝিবেন, জ্বর— শিবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বর ভেদে দ্বিবিধ। মাধবনিদানে জ্বরের প্রাগুৎপত্তি কথায় যে দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধ রুদ্র নিশ্বাস সম্ভব অষ্টধা জ্বরের উল্লেখ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ এ নহে, যে জ্বর শিবের নিশ্বাস হইতেই সমুৎপন্ন, ইহার অর্থ এক কথায় "শিবজ্বর অষ্টধা।" সংক্রুদ্ধ রুদ্রের প্রতপ্ত নিশ্বাস হইতেই জ্বরের উৎপত্তি, এ কথা মান্য করিলে, যেখানে ললাট হইতে, তৃতীয় চক্ষু হইতে জ্বরের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, সেখানে মত ভেদের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিলে, বলিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় নিশ্বাস ললাট, তৃতীয় চক্ষু, সমানার্থক শব্দ। ফলতঃ যেখান হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হউক না কেন এজ্বর যে শিবজ্বর,—তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ বা সন্দেহ নাই; এবং ইহা যে শিবজ্বর তাহার প্রমাণও বেশী দূরে যাইতে হইবে না, শব্দ-

কল্পদ্রুম অভিধানেই অপনারা প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে মাধবের জ্বর নিদানই উদ্ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথমেই লেখা আছে, "শিবজ্বরোৎপত্তিমাহ।"

আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার অধিকৃত যে জ্বর— সে জ্বর শিবজ্বর,— বৈষ্ণব জ্বর নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সমাচার জগতে প্রথম প্রচার করেন। তিনি ভ্রাতার শরীরে, নিজের শরীরে,— নিজের সৈন্যদলের প্রত্যেকের শরীরে,— এমন কি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গে, তরু গুল্ম, ভূমি, জল প্রত্যেকের উপর একে একে পরীক্ষা করিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত হন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, হরিবংশ প্রভৃতি. ভারতের পুরাণের অধ্যায়ের পর অধ্যায়, সেই কথায় পরিপূর্ণ। দেখিতে চাহেন ত আমি আপনাদিগকে তাহা দেখাইতে পারি, আর এত না দেখিতে পারেন, কেবল শব্দকল্পদ্রুম অভিধানখানি একবার খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কি না! শব্দকল্পদ্রুমে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এবং হরিবংশ হইতে যে কয়েকটি শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে;——

১। জ্বর— বৈষ্ণবজ্বর ও শিবজ্বরভেদে দ্বিবিধ।

২। শিবজ্বর এবং বৈষ্ণবজ্বরে মহা যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে শিবজ্বর বৈষ্ণবজ্বরের নিকট পরাজিত হয়।

৩। পরাজিত হইয়া, শিবজ্বর ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করে যে, এখন হইতে জগতে শিবজ্বরই যেন এক মাত্র জ্বর রূপে আধিপত্য করিতে পারে।

৪। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া বরদান করেন।

৫। বৈষ্ণবজ্বর মহাবলবান্ ও সমর বিজয়ী হইলেও ভগবানের আদেশে তাঁহা তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে, শিবজ্বর জগতে আধিপত্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু—

৬। ভগবান্ শরণাগত শিবজ্বরের সহিত এই সত্ত্ব করেন যে, একমাত্র তুমিই এখন হইতে জগতে আধিপত্য লাভ করিবে বটে, কিন্তু একটি কথা তোমাকে পালন করিতে হইবে,— কথাটি এই যে, মানব দেহে প্রবেশ করিতে হইলে তোমাকে কেবলমাত্র

সন্তত, অন্যেদ্যুঃ
তৃতীয়ক এবং
চতুর্থক

জ্বর রূপে প্রবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যাহাকে,

বিষম জ্বর বলিয়া থাকেন, সেই বিষম জ্বরের আকারে তোমাকে আকারিত হইয়া মনুষ্য দেহ অধিকার করিতে হইবে। অন্যবিধ আকারে মনুষ্য দেহে তুমি প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না।

পত্র পুষ্প ফলে, গোমহিষাদি পশুতে কিম্বা দ্বিপদ পক্ষীতে, জলে, ভুমিতে, তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে নানাকারে, কিন্তু মানব শবীয়ে প্রবেশ করিতে হইলে— তোমাকে একমাত্র বিষমজ্বরের আকারে আকারিত হইয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

কথাগুলি শুনিয়া হয়ত আপনারা প্রমাণের জন্য ইহার পরিপোষক শ্লোক-গুলি শুনিতে ব্যাকুল হইতেছেন, আমি সে ব্যাকুলতা বুঝিয়াও যদি শ্লোক-গুলি এখানে আবৃত্তি না করি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন,— বিশেষ কারণ আছে, আপনারা দয়া করিয়া শ্লোকগুলি নিজেই একবার পাঠ করিবেন।

মূল শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইলেও ৺ কালিপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ তাহার যে অনুবাদ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, তাহাতে আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, অবিকল তাহাই আছে। এখন যদি দয়া করিয়া আপনারা স্বীকার করিয়া লয়েন যে, জ্বর শিবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বর ভেদে দ্বিবিধ, আর একমাত্র বিষমজ্বরই ভগবানের আদেশে মানব দেহে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে,— জ্বর মাত্রেই——

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে

বিষমজ্বর —

এবং সততকাদি ভেদে ইহা

পঞ্চবিধ।

আর শিবজ্বর বলিয়া ইহার নিশ্চয়ই

যে ভূতাভিষঙ্গোত্থ

ভগবানকে এ কথা বলিয়া দিতে হয় নাই। চরকে জ্বরের উৎপত্তির ইতিহাসে ঠিক এ কথা স্পষ্ট না থাকুক, ইহার টীকায় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভার সাহায্যে একথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি তাঁহার "জল্পকল্পতরুতে" লিখিয়াছেন——

শিবস্যেত্যাদি— ততো ভূতানাং শিবায়

শৌবভাবোঽস্থতং শিবং জ্ঞাত্বা কৃত্বা

জ্বলিঃ সন্ ক্রোধাগ্নির্ব্বালো বীর
ভদ্রোদেবং শিবমুক্তবানহং তে তব
কিং করবাণি।
তমিত্যাদি—তং ক্রোধং ক্রোধাগ্নি
রূপং বালমীশ্বরঃ শিব উবাচ।
ত্বং লোকে জ্বরো ভাবষ্যসি।

শিবানুচর যে ভূতযোনি তদ্বিষয়ে হিন্দু মাত্রের আবালবৃদ্ধবনিতা, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলেই সম্যক অভিজ্ঞ। তবে এখানে একটী কথা নিবেদন করিবার আছে; পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবতার অনুচর বলিয়া শিবানুচর নিজে মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়েন না। প্রাচীন পুরোহিতগণ বিশ্বাস করিতেন বটে, যে দেবতা ও দেবতাদিগের অনুচর সকল মনুষ্যদেহে আবিষ্ট হয়, কিন্তু ধন্বন্তরি নূতন সিদ্ধান্ত এই হয় যে, যেসকল অনুচর দেবতাত্মক, তাঁহারা নিজে মনুষ্য শরীর স্পর্শ করেন না, তাঁহাদের অযুতকোটীপদ্ম সংখ্যক পরিচারক আছে, অসৃগ্‌বসামাংস লোভে তাহারাই মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়; জিঘাংসু প্রকৃতিক ইহারা তেষাংগ্রহানাং পরিচারকা যে কোটীসহস্রাযুতপদ্মাসংখ্যা অসৃগসমাংসভুজঃ সভা নিশাবিহারা তমাবিশান্তি বেদে ইহারা নৈঋর্তেয়া বলিয়া বর্ণিত; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ নূতন সংজ্ঞায় ইহাদিগকে "ভূত" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ ভূত বলিতে ভগবান্ ধন্বন্তরি আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি— উদ্ভিজ্জাণু বা জীবাণু কিম্বা অদৃশ্য ও দৃশ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্রিমি বিশেষ, মাছি, মশা, চিল, শকুন, কুকুর, ছাগ, শূকর, গর্দ্দভাদি পশু, পক্ষী, কীট ও এই ভূতসংজ্ঞায় অভিধেয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই "নৈঋতেয়াগণের" কথার প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, কুসুম ফুলের বর্ণ, দুগ্ধের স্নেহ, শস্যের সার রজঃ এবং রেত হইতে তাহার বীজ যাহারা অপহরণ করে, তাহারাও ভূত; এবং "যুকা, লিখ্যা" তাহারাও ভূত। তালপ্রাংশু মহাভুজ কোটরগত চক্ষু অনুনাসিক কণ্ঠস্বর না হইলে যে ভূত হইবেনা, এমন কোন অর্থ নাই। বর্ত্তমান্ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মনগড়া ভূতের সহিত আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষীকৃত ভূতের কোন মিল নাই। মিল নাই তাহার কারণ আমাদের দোষ; আমরা দর্শন বা বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষের দিক হইতে না দেখিয়া, অপ্রত্যক্ষ অনুমানের দিক হইতে দেখিতে চাই, এবং এই দেখার দোষে চালুনিরদ্বারা চালিয়া পরিমার্জ্জিত। ক্রমশঃ

করা সাধ্বীলক্ষ্মী ও শ্রীসম্পন্ন সংস্কৃত শব্দের এমন অর্থ করিয়া বসি যে, বিজ্ঞান তাহা শুনিয়া হাসে; এবং আমাদিগকে, "কোয়াক্" বা হাতুড়ে বলিয়া গালি দেয়।

আয়ুর্ব্বেদের ভূতবিদ্যা বড় উচ্চদরের বস্তু। প্রত্যক্ষের পতাকা ইহার শীর্ষদেশ সুশোভিত করিয়া দণ্ডায়মান। এই ভূতবিদ্যার সমুন্নত বিজ্ঞানমঞ্চে দাঁড়াইয়া ভগবান শৈশব অবস্থায় জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, পূতনা অহিপূতনা প্রভৃতি বালরোগ ভূতাভিষঙ্গোত্থ। যৌবনে প্রত্যক্ষের জয় পতাকা হস্তে করিয়া ভূতযোনি লইয়া একে একে

উষ্ণরক্ত

১। ঘোটক	৬। হস্তী	১১। পত্র	১৬। পর্ব্বত
২। উষ্ট্র	৭। ব্যাঘ্র	১২। ফুল	
৩। গর্দ্দভ	৮। ময়ূর এবং শীতরক্ত	১৩। ফল	
৪। মহিষ	৯। সর্প	১৪। ভূমি	
৫। গো	১০। বৃক্ষ	১৫। জল	

প্রভৃতি প্রতি বস্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন,

জ্বরের ভূতাণু

ত্রিপাদ, ত্রিশিরা, ষড়্ভুজ, নবলোচন, ভস্মপ্রহরণ এবং

(সম্ভবতঃ Colourdel plate-এ)

বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসন।

তারপর নিজদেহেও পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন, ইহা সর্ব্বত্রই সন্তাপ লক্ষণ হইলেও মানবদেহে শীতজ্বর এবং উষ্ণজ্বর ভেদে দ্বিবিধ আকারে প্রকাশিত হয়, ও বিষমজ্বরের আকার ধারণ করে। অবিরাম ও সবিরাম জ্বরমাত্রেই স্থিরীকৃত হয়, যে তাহা ভূতাভিষঙ্গোত্থ এবং বিষমজ্বর।

পূর্ব্বে বৈদিক প্রাচীন ঋষিদিগের জ্বরের নিদান পূর্ব্বিকাসংপ্রাপ্তি ছিল,—

মিথ্যাহারবিহার ও

বাতাদি দোষ;

তাঁহাদের জ্বরের বিভাগ ছিল,

পৃথক্—

দ্বন্দ্ব
সন্নিপাতিক এবং
আগন্তুজ।

চিকিৎসা ছিল,—রক্তমোক্ষণ বমন ও বিরেচন প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্ম। তাঁহাদের যাহা যাহা ছিল, এদেশে বৃটিশ গভর্ণমণ্টের আধিপত্য বিস্তারের প্রারম্ভে ডাক্তরী হাঁসপাতালেও ঠিক তাহাই ছিল। এক মাসে জেনারাল হাঁসপাতালে,—আমার ঠিক মনে নাই, প্রায় ১০ হাজার গ্রেণ কি অধিক ক্যালোমেল খরচ হয়, জ্বর চিকিৎসায় কেবল বিরেচনার্থ। তা ছাড়া রক্তমোক্ষণ তাহারও সীমা ছিল না।

বমন, চিকিৎসার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহাদেরও ধারণা ছিল, দুর্জ্জল বা আর কিছু এদেশের জ্বরোৎপত্তির মূলে দণ্ডায়মান। ভাবপ্রকাশে যে দুর্জ্জল জানিত জ্বরের কথা আছে, মনে হয়, ইহা এই প্রাচীন প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ গণের নিকট হইতে ধার করা।

বেশীদিনের কথা নহে, "কোয়েনের" পুরাতন "ডিক্সানারী অফ মেডিসিনে দেখিবেন, ম্যালেরিয়ার ভূতাভিষঙ্গোত্থত্ব লইয়া কত রঙ্গ রস চলিয়াছে, এমন কি আমরা যখন মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করি, তখনও এই ভূতাভিষঙ্গোত্থের কথা ভালরূপে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আজ কি দেখিতেছেন, দেখিতেছেন বিজ্ঞান মঞ্চের শীর্ষ দেশে ভূতবিদ্যা জয় পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান।

জ্বর, বিসর্প, হাম, অপস্মার, প্রবাহিকা, উপদংশ
যক্ষ্মা, [illegible]টক, বসন্ত, ধনুষ্টঙ্কার, গ্রহিণী, প্রমেহ

সব এক গোড়ে গোড়। ভূতাভিষঙ্গোত্থের গভীর হুঙ্কারে বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চ আজ প্রকম্পিত। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখুন, খুব কম হইলেও পাঁচ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে এই ভারতে এমন এক অসাধারণ ধীসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, যাহার অমিত প্রতিভায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল,—এদেশের জ্বর মাত্রেই ভূতাভিষঙ্গোত্থ।

"কোটর" শব্দে অভিহিত এই দল, তাই বলিয়াছি, কেবল ভেড় ভালুকী নাম পুষ্কলাবতকে লইয়া পর্য্যবসিত হয় নাই। এই দলের নেতা যিনি— এই মতের সংস্থাপক যিনি—তিনি অন্যান্য গুণে যেমন ভুবন বিজয়ী, তেমনি দর্শনও বিজ্ঞানের দিক দিয়াও ভুবন বিজয়ী! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিষমজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর একই কথা। আয়ুর্ব্বেদের জ্বর, চরক সুশ্রুত না বলিলেও, আমরা আমাদের ইহকাল পরকালের নিয়ন্তা ঐ শ্যাম স্নিগ্ধ জ্যোতির

প্রতি চাহিয়া বলিতে পারি, বিষমজ্বর বর্ণে বর্ণে ম্যালেরিয়া জ্বরেরই সংবাদ। ইহার সংখ্যা সংপ্রাপ্তি, ইহার নিদান, ইহার উপশয়, ইহার চিকিৎসা, ইহার উৎপত্তির ইতিহাস,—

ম্যালেরিয়ারই ইতিহাস,
ম্যালেরিয়ারই সংখ্যা,
ম্যালেরিয়ারই সংপ্রাপ্তি,
ম্যালেরিয়ারই নিদান,
ম্যালেরিয়ারই চিকিৎসা।

আমরা ভুলক্রমে বুঝি, জ্বর অষ্টধা—পৃথক্, দ্বন্দ, সন্নিপাত ও আগন্তুক। ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া দেখিলে এরূপ দেখা যায়, সত্য, কিন্তু মূল বিভাগ যাহা, তাহাতে বলে, জ্বর বিষমজ্বর, আর বিষমজ্বর যাহা তাহা

সন্তুতক
সততক
অন্যেদ্যুষ্ক
তৃতীয়ক এবং
চতুর্থক রূপেই দণ্ডায়মান;

আর তাহারই বিভাগ—

অষ্টধা
সপ্তধা
পঞ্চধা
দ্বিবিধ
ত্রিবিধ
চতুর্ব্বিধ।

মাধবের অষ্টধা বিভাগ প্রথমেই না পড়িয়া, যদি আমরা চরকের বিজ্ঞান সূত্রটি আগে পড়িতাম, তাহা হইলে, জ্বর চিকিৎসায় ডাক্তারেরা যে আমাদিগকে আজ কোণ ঠেশা করিয়া অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল করিয়া তুলিতেছেন, তাহা পারিতেন কি? জ্বরচিকিৎসা যে আমাদের হাত হইতে একরূপ বাহির হইয়া গিয়াছে, কথায় কথায় যে ইহার জন্য এদেশের লোক ডাক্তার খুজিয়া বেড়ায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্রতন্ত্রবিদ্ বলিয়া গালি দিয়া তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্তে আমাদের এই শাস্তি!

এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের যে শেষ নাই, তাহা নহে। এখন হইতে আমাদিগকে জ্বর চিকিৎসা এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই, সেই দেববাক্য সেই— দেবকথা, যাহাতে লেখা আছে—

"কৃষ্ণ কহিলেন, জ্বর যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রণাম করিয়া, এই সমরপ্রকটিত তোমার ও আমার পরাক্রম বিষয় পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি বিগত জ্বর হইবে।"

ফলকথা বিগতজ্বর হইতে হইলে, ভগবানের পরিকল্পিত এই জ্বর বিবরণ আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত। আয়ুর্ব্বেদের জ্বর চিকিৎসা, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এখন হইতে তাঁহার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হউক! যাহাতে ভূতাভিষঙ্গ নিবারিত হয়, তাহার চেষ্টা আমাদের জ্বর চিকিৎসার প্রথমে হউক! মধ্যে হউক! এখন হইতে সর্ব্বাগ্রে ইহার সদাচরণ করিতে হইবে!

শুধু চিকিৎসায় নহে, আমাদের অধ্যয়নে যেন আমরা বুঝিতে পারি—

জ্বর পঞ্চবিধ

যথা— সন্ততক

সততক

অন্যেদ্যুষ্ক

তৃতীয়ক এবং

চতুর্থক, কিম্বা ইহাদের বিপর্য্যয়।

বিধিভেদে দ্বিবিধ— যথা

শারীর কিম্বা মানস

সৌম্য " আগ্নেয়

অন্তর্ব্বেগ " বহির্ব্বেগ

সাম " নিরাম

সাধ্য " অসাধ্য।

প্রাপ্তিভেদে ত্রিবিধ— যথা

তরুণ

মধ্য

জীর্ণ।

সাধ্যাসাধ্যভেদে চতুর্ব্বিধ— যথা

সুখসাধ্য

কৃচ্ছ্রসাধ্য

যাপ্য

অসাধ্য।

ধাতু বিশেষের আশ্রয়ভেদে সপ্তবিধ— যথা

রসস্থ

রক্তস্থ

মাংসস্থ

মেদস্থ

মজ্জাস্থিত

অস্থিগত

শুক্রগত

এবং ভিন্নকারণ ভেদে অষ্টবিধ— যথা

বাতিক

পৈত্তিক

শ্লৈষ্মিক

বাত পৈত্তিক

বাত শ্লৈষ্মিক

পিত্ত শ্লৈষ্মিক

সান্নিপাতিক ও

আগন্তুজ।

অর্থাৎ প্রথম বিভাগ বিষমজ্বর ধরিয়া; তাহার পর তাহার উপর অপরাপর বিভাগ। মূলে জ্বরকে বিষম জ্বর বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তার পর সাধ্য ও অসাধ্যের কথা, বাতিক পৈত্তিকের কথা, অন্তর্ব্বেগ বহির্ব্বেগের কথা, শীত উষ্ণের কথা, রসস্থ রক্তস্থের কথা। মূলে জ্বরকে পৃথক, দ্বন্দ্ব, সান্নিপাতিক ধরিয়া খেই হারাইয়া, পরে বিষমজ্বর বলা আয়ুর্ব্বেদের মতে ঠিক না হইলেও, পৌরাণিক মতে ভ্রান্তি। ভ্রান্তি না হইলে, কবিরাজদিগকে জ্বর চিকিৎসায় এমন করিয়া পরাজয় মানিতে হইবে কেন?

তাই বলিতেছি, এখন হইতে মাধবনিদানে জ্বরাধ্যায়ের "দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধ" প্রথমে না পড়িয়া, তাহার স্থলে, পরিপঠিত হউক——

"দ্বিবিধো বিধিভেদেন জ্বরাঃ শারীর মানসাঃ।

পুনশ্চ দ্বিবিধো দৃষ্টঃ সৌম্যাশ্চাগ্নেয় এবচ॥
অন্তর্ব্বেগো বহির্ব্বেগো দ্বিবিধ পুনরুচ্যতে।
প্রাকৃত বৈকৃতশ্চৈব, সাধ্যাশ্চাসাধ্য এবচ॥
পুনঃ পঞ্চবিধো দৃষ্টঃ দোষকালবলাবলাৎ।
সন্তত: সততোঽন্যেদ্যু তৃতীয়ক চতুর্থকৌ॥
পুনর্নবাশ্রয়ভেদেন ধাতুনাং সপ্তধা মতঃ।
ভিন্ন কারণ ভেদেন পুনরষ্টবিধোজ্বর॥

এতগুলি শ্লোক পড়িয়া, তার পর পড়িতে হইবে, মাধবের সেই অসম্পূর্ণ শ্লোকশকল যাহাতে আছে, শেষের কথা আগে, আগের কথা শেষে—আছে

জ্বরোষ্টধা পৃথক্

দ্বন্দ্ব

সংঘতা

গন্তুকঃ স্মৃতঃ।

এ কথা যেমন সব শেষের কথা তেমনি, "পুনঃ কারণ ভেদেন" এই বাক্য সমাযুক্ত না হওয়ায় অসম্পূর্ণ ঋষিবাক্য। ফলতঃ এতক্ষণ আমি জ্বরের যে বিভাগের কথা বলিতেছি, ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে.—ইহার সম্প্রাপ্তি সত্য হইবে।

পেরু দেশের "সিন্‌কোনা বার্ক" আমরা আগে পাই নাই বলিয়া, আমাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের জ্বরের Pathology ঠিক হইলেই বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চয়ই জয়!

বিষমজ্বর ধরিয়া জ্বরের পূর্ব্বোক্ত বিভাগ পরিকল্পনা করিলে সন্তত জ্বরের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া প্রথমতঃ একটু গোলোযোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সে গোলযোগ আয়ুর্ব্বেদ নিজেই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

সন্ততক জ্বর বিষমজ্বর কি না, এই প্রসঙ্গ লইয়া যে বাদানুবাদ ও সিদ্ধান্ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে আমরা দেখি, তাহা আপনারা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন।

এই বাদানুবাদে মহর্ষি পুনর্ব্বসু একদিকের নেতা, আর একদিকের নেতা—মহামতি খরনাদ। খরনাদ বলেন, সন্ততক, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক, চাতুর্থক কিম্বা তদ্বিপর্য্যয়ই বিষমজ্বর। বিষমজ্বর চারিটি; সন্ততজ্বর বিষমজ্বর নহে। তাঁহার কথাগুলি এই—

জ্বরাপূর্ব্বং ময়োক্তাযে
পঞ্চ সন্ততকাদয়ঃ
চত্বারঃ সন্ততং হিত্বা
জ্ঞেয়াস্তে বিষমজ্বরঃ॥

সন্ততকে, বিষমজ্বর না বলিবার কারণ, তিনি বলেন, মুক্তানুবন্ধিত্ব লইয়াই বিষমজ্বর, কিন্তু সন্ততজ্বরে মুক্তানুবন্ধিত্ব কোথায়? বিজয় তাঁহার কথাগুলির প্রতিধ্বনি স্বরূপ লিখিয়াছেন,—

যদুক্তং খরনাদেন জ্বরঃ ইতি
তৎ সন্ততে মুক্তানুবন্ধিত্বস্য
একদা ভাবিত্বাদল্পত্বাচ্চ ন তদ্ব্যপদেশঃ
একতণ্ডুলাভ্যবহারোহনশনশব্দস্য ব্যপদেশাৎ।
ন তৃতীয়কাদিবৎ আবৃত্ত্যা মুক্তানু
বন্ধিত্বমস্তীতি অভিপ্রায়েন দ্রষ্টব্যঃ।

অর্থাৎ মুক্তানুবন্ধিত্ব—যাহা বিষমজ্বরের লক্ষণ, সন্ততজ্বরে তাহার সঙ্গতি নাই মুক্তত্ব অনুবন্ধিত্ব এখানে কোথায়? মুক্তত্ব থাকিলেও এই মুক্তত্ব ও অতি অল্প; সুতরাং এক তণ্ডুল ভক্ষণ যেমন অনশনেরই ভিতর,— সেইরূপ সন্ততঃ জ্বরে মুক্তত্ব— অমুক্তত্বই।

তৃতীয়কাদি জ্বরে যেরূপ মুক্তানুবন্ধিত্ব আবৃত্তিপরায়ণ, এখানে সেরূপ আবৃত্তি না থাকায়, ইহা বিষমজ্বর বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, জ্বর একদিকে অবিসর্গী—সন্ততক এবং অন্যদিকে বিসর্গী সতত, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক, চতুর্থক ভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত। সন্ততজ্বর একদিকে আর একদিকে আবৃত্তিপরায়ণ মুক্তানুবন্ধিসততকাদি "চত্বারঃ।" জ্বরের একদিকে অবিরাম জ্বর, আর এক দিকে সবিরাম জ্বর। চরকের মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বিষমজ্বর বলিতে

সন্ততক
সততক
অন্যেদ্যুঃ
তৃতীয়ক ও
চাতুর্থক

এই পঞ্চবিধ জ্বরই গ্রহণ করিয়াছেন।

বিজয় চরকের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, চরক সন্ততকে বিষমজ্বর বলিবার পূর্ব্বে, দেখাইয়াছেন যে সন্তত জ্বরেও মুক্তানুবন্ধিত্ব আছে।

"অস্যৈব তথা ভাবাৎ তল্লক্ষণে চরকঃ——

বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা
দিবসেব্যক্ত লক্ষণঃ
দুর্লভোপশমঃ কালং
দীর্ঘমপ্যনুবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ দ্বাদশ দিবসে সন্তত জ্বর একবার স্পষ্ট ছাড়িয়া যায়,— গিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আর উপশম হয় না—ভোগ করিয়া থাকে। যখন স্পষ্ট ছাড়িয়া আবার ভোগ হয়, তখন মুক্তানুবান্ধত্ব একবারে নাই, একথা বলা চলে না।

"মুক্তনুবন্ধিত্বং বিষমত্বং
তচ্চাত্র নাস্তি —নৈবং।"

জ্বরের সংজ্ঞায় সন্ততজ্বরকে ফেলিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদে এই বাদানুবাদ,— ইহা অতীব সমীচীন। মহর্ষি পুনর্ব্বসু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য এবং খরনাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য। উভয়ের মতই সত্য, অথচ পরস্পরে মিল নাই, এমন ঘটনা হইতে পারে কি? হইতে পারে বলিয়াই বলিতেছি, আয়ুর্ব্বেদে সন্ততক জ্বর লইয়া এই বাদানুবাদ অতীব সমীচীন। কেবল সমীচীন নহে, এদেশের চিকিৎসকগণের সূক্ষ্মদর্শিতারই ইহা বিশেষ পরিচায়ক। মোট কথা, এইরূপ বাদানুবাদ আছে বলিয়াই, আমরা বলিতে বাধ্য, সন্ততক জ্বর এবং সততকাদি চতুর্ব্বিধ জ্বর উভয়েই বিষমজ্বর। উভয়েই ম্যালিরিয়া বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। সে পার্থক্য, সন্ততকজ্বর যে ভূতবিশেষের অনুষঙ্গে সমুৎপন্ন— সততকাদি সে ভূতবিশেষের অনুষঙ্গে সমুৎপন্ন নহে।

সততকাদি জ্বরের Parasite আর সন্ততকাদি জ্বরের Parasite প্রত্যক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, পরস্পর বিভিন্ন।

ডাক্তারেরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ পার্থক্য উভয়ের জাতি বিশেষের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া সততকাদিকে অবৃত্যা মুক্তানুবন্ধিত্বপরায়ণ বা Regularly Intermittent fever এর শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, সন্ততজ্বর Irregularly intermittnt or remittent or bilious remittent or Pernicious Malaria— এক কথায় Æstivo-Au-

tumnal Fever বা ঋতু বিপর্য্যয়হেতু—অতীব ভয়াবহ অবিসর্গী জ্বর।

আয়ুর্ব্বেদের মতে যেমন সততকাদি চতুর্ব্বিধ জ্বর, এক হইতে অন্যে পরিণত হইতে পারে, ডাক্তারেরাও ঠিক সেই কথাই বলেন; তাঁহাদের মতে, সততকাদি জ্বর যে সন্তত জ্বরের আকার ধারণ করিতে পারে না, তাহার কারণ সন্তত জ্বরের Parasite সততকাদি জ্বরের Parasite হইতে ভিন্ন জাতীয়। তবে বিসর্গী জ্বর ক্রমে অ বিসর্গী হইয়া যাইতে পারে। অবিসর্গী হইলেও ইহার ভূতাভিষঙ্গে সন্তত জ্বরের ভূতযোনি হইতে ভিন্ন জাতীয়। সতত জ্বরের Parasite এর নামের আগে—Benign বিশেষণ, সন্তকজ্বরের Parasite এর নামের আগে বিশেষণ Malignant

আয়ুর্ব্বেদে সততকাদিজ্বর কেন নিয়ম পূর্ব্বক ভোগ করে ও ত্যাগ পায়, তাহার কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। ডাক্তারেরাও ইহার নিয়মে সেইরূপ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন।

মোটকথা, প্রতীচ্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান বহুপরিশ্রম ও বহুগবেষণার পর, আজ কয়েক বৎসর হইল ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদে ঠিক সেই সিদ্ধান্ত—সেই কথা—সেই রস রক্তাদি আশ্রয়,—সেই নিয়ম পূর্ব্বক জ্বরের অভিব্যক্তি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সবই একরূপ।

আমরা বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিয়া না বুঝায়, এতদিন, এত গোলযোগ ঘটিয়াছে। বিষমজ্বর আর জীর্ণ, পুরাতন, পুনরাবৃত্ত জ্বর এক মনে করায় এ কুফল। এখন হইতে বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া মনে করিতে হইবে, করিলে কুইনাইন প্রয়োগ না করিয়াও আমরা আমাদের স্বদেশ সঞ্জাত দ্রব্যগুণে তরুণ জ্বর, মধ্য জ্বর, জীর্ণ জ্বর, দূরীভূত করিয়া ডাক্তারদিগের মত বিজ্ঞান ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইব।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা এ দেশে প্রচলিত হইবার সঙ্গে যে সকল খ্যাতনামা ডাক্তার জ্বর চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া এই প্রবল ব্যাধির আক্রমণ হইতে এ দেশবাসিদিগকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যক্তি কোন্ কোন্ সময়ে এ দেশে অবস্থিতি করিয়া জ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা কি ভাবে ব্যক্ত করেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্রদান করিতেছি:—

১৭৫৭ খৃঃ —১৮০৪ খৃঃ

জেমস লিনডে—জন ক্লার্ক এবং উইলিয়ম হণ্টার নামক তিনজন ডাক্তার জাহাজের কর্ম্ম লইয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। ইহা-দের আগমনের পূর্ব্বে সিঙ্কোনা বার্কের আবিষ্কার হয়। স্পানিয়ার্ডগণ ১৬৩২ খৃঃ পেরু হইতে এই ঔষধ ইয়ুরোপদেশে আনয়ন করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে জ্বর চিকিৎসায় সিঙ্কোনা প্রথম ব্যবহৃত হয়। তখন ইহার নাম ছিল জেসুইট বার্ক। মিসনারীগণ নানা দেশে এই বার্ক দিয়া জ্বর আরোগ্য করিতে আরম্ভ করেন। ডাক্তার বোগ বলিয়া একজন চিকিৎসক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বর্ষাকালজাত জ্বরে ইহা প্রথম ব্যবহার করেন। জেম্‌স লিনডে ১৭৬৫ সালে নিম্নবঙ্গে প্রায় ৪০০ শত ৫০০ শত রোগীর সবি-রাম ও অবিরাম জ্বর এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করেন। ইহাতে ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১০০র বার্ক খরচ হয়। কেবল মাত্র ১টী রোগী এই ঔষধে রোগমুক্ত না হইয়া কাল কবলিত হয়। কিন্তু তাহারা এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করে নাই। ডাক্তার লিনডে জ্বরের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সে সময়ে এদেশে জ্বর ত্রিবিধ আকারে প্রকাশিত হইত। যথা——

(১) Intermittent fever.

(২) Remittent fever.

(৩) Continued fever.

শেষোক্ত জ্বরে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ না হইলেও সময়ে সময়ে উত্তাপের হ্রাস যে না ঘটিত, তাহা নহে। অধিকাংশ স্থলেই বেগের অল্পত্বই পরিলক্ষিত হইত, (Having also a great tendency to remit) তিনি বলিয়াছেন, এ সময় এদেশে জ্বরের চিকিৎসা ছিল রক্তমোক্ষণ, বমন কিম্বা বিরেচন। ফল কথা যে ঔষধ প্রযুক্ত হইত, তাহার উদ্দেশ্য ছিল ঘর্ম্ম আনয়ন, কিম্বা এমন কোন আচরণ, যাহাতে শরীরের উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। জ্বর বিচ্ছেদ পাইলে ১ হইতে ২ ড্রাম মাত্রায় বার্ক প্রযুক্ত হইত। রক্তমোক্ষণ অতি সতর্কতার সহিত সম্পাদিত করা, তখন নিয়ম ছিল। বার্ক প্রয়োগে অধিকাংশ জ্বরই আরোগ্য হইত; তবে লোকের একটা মহাভুল ধারণা ছিল—তাহারা অতিরিক্ত বার্ক সেবনের প্রতিক্রিয়াকে মনে করিত, জ্বর শরীর হইতে ত্যাগ পায় নাই। বার্কে জ্বর আটকাইয়া গেল। তাই এত কষ্ট!

যেখানে বার্ক সেবন সহ্য হইত না, সেখানে বস্তি প্রদান করা হইত। বার্কে জ্বর বন্ধ ত হইতই, এবং তাঁহার ধারণা ছিল, পূর্ব্ব হইতে বার্ক ব্যবহার করিলে জ্বর উৎপন্নও হয় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম-হণ্টার বার্ক চিকিৎসাই জ্বরের একমাত্র প্রতিষেধক বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহার মাত্রা ১ ড্রামই যথেষ্ট। উত্তাপের মাত্রার কিঞ্চিৎ হ্রাস ঘটিলেই ইহা প্রযোজ্য।

১৭৬৮——১৭৭১ খৃঃ

জন ক্লার্ক দুইবার এদেশে আগমন করেন, প্রথম ১৭৬৮ সালে, দ্বিতীয়বার ১৭৭১ সালে। বঙ্গদেশের মহামারির সময় তিনি এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ সাংঘাতিক জ্বর তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহারও অভিমত, জ্বর সর্ব্বত্রই একরূপ; তাহাদের ভিতর কোনরূপ শ্রেণী বিভাগ বা পার্থক্য নাই। (Yes in every part of the world, fevers are essentially the same or in other words consist of only one genus) সর্ব্বত্রই জ্বরের আকার

হয়— Intermittent

না হয়— Remittent

না হয়— Continued.

চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি উষ্ণদেশে রক্তমোক্ষণের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে বমন (Tartar emetic) বিরেচন, অন্ত্র পরিষ্কার করিতে Glaubers Salt এবং পিত্ত নিঃসরণ করিতে Calomel প্রদেয়। ইহার সঙ্গে আফিং নিদ্রাকারক, ঘর্ম্মকারক, বেদনা প্রশমক, সর্দ্দি নাশক বলিয়া অনেক সময়ে প্রদত্ত হইত। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে বার্ক সহ্য হইত না, সেখানে আগে আফিং দেওয়াই নিয়ম ছিল। আফিং দিলে বার্ক উদরে থাকিত।

তিনি লিখিয়াছেন, অন্য ঔষধে রোগীর উপসর্গ দমন হইত, কিন্তু জ্বর বন্ধ করিতে বার্ক, চাই-ই-চাই। বিচ্ছেদ না হয়, বার্ক দেওয়াই চাই। ফুটলেও কোন কোন স্থানে বার্ক প্রয়োগ করিয়া সুফল লাভ ঘটিয়াছে। তবে উত্তাপ হ্রাস হইলে বার্ক অব্যর্থ। উত্তাপ যেখানে সহজে হ্রাস না হয়, সেখানে দিন কতক উপরি উপরি বার্ক দেওয়ার প্রয়োজন। আর বার্ক দিলে আর একটি শুভ ফল এই হয় যে, জ্বর পরিণামে বিপজ্জনক হইতে পারে না। (Prevent from growing dangerous or maligant) এই

সময়ে কুইনাইনের আবিষ্কার হয় নাই, বার্কই দেওয়া হইত।

কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বার্কের এত উপকারিতা সত্ত্বেও ৪০ বৎসরের জন্য এদেশে জ্বরে বার্ক প্রয়োগ উঠিয়া যায়। তখন চিকিৎসা একমাত্র refrigerent প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। তিনি লিখিয়াছেন,— কিছু না করিয়া কিছু করিলাম, এই ধারণা ভিন্ন ইহার আর কি উপযোগিতা আছে? তবে একটা মঙ্গল এই যে, উপকার করিতে না পারিলেও ইহাতে কোনও অপকার করা হইত না।

১৮০৪ —— ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ।

এই দীর্ঘকালের জন্য জ্বরে বার্ক প্রয়োগ এদেশে একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। এবং তৎপরিবর্ত্তে যে চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা ভয়ানক মারাত্মক।

ডাক্তার জেমস্ জনসন্ নামক এক ব্যক্তি এই চিকিৎসার জন্য দায়ী। তিনি ১৮০৪ সালে এদেশে জাহাজে কর্ম্ম লইয়া আগমন করেন। এই সময়ে এদেশে সেপ্টেম্বর মাসের সঙ্গে ভয়ানক জ্বর আবির্ভূত হইত। তিনি প্রথমে ডাক্তার লিনডে এবং ডাক্তার ক্লার্কের জ্বর চিকিৎসার পুস্তক পাঠ করিয়া বার্ক প্রয়োগে একটী রোগীকে আরোগ্য করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যে কোন কারণে রোগীটি তাহার হাতে মারা যায়। তিনি এই রোগীর শবদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, যে তাহার যকৃতে ভয়ানক প্রদাহ জন্মিয়াছে এবং মস্তিষ্কের শিরা সকলে রক্ত জমিয়া আছে। ইহার পর তিনি আর একটি জ্বর রোগীর চিকিৎসা করেন, তাহাতে বার্ক না দিয়া বমন, বিরেচন, রক্ত মোক্ষণ প্রভৃতি আসুরিক চিকিৎসা অবলম্বনে তাহাকে দুর্ভাগ্যক্রমে আরোগ্য করেন। করিয়া তাহার ধারণা হয়, জ্বরে বার্ক অপকারী এবং বমনাদি কর্ম্মই উপকারী। জ্বর রোগী পাইলেই তখন তিনি আর কোন চিকিৎসা না করিয়া তাহার রোগ মুক্তির জন্য প্রথমেই আমর্দ্দন দ্বারা রস প্রয়োগ করিতে থাকেন। মুখ আসিলেই তাহাকে বিরেচন দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মোক্ষণ ব্যবস্থা করেন। বিরেচনার্থ কুড়িগ্রেণ ক্যালোমেল তাঁহার অল্প মাত্রা।

ডাক্তার জেমস দেশে ফিরিয়া গিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, সেই পুস্তকখানি এত বহুল প্রচারিত হয়, যে উপর্য্যুপরি তাহার ৬টি সংস্করণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে; ইহার ফলে এই ঘটে— যে কয় বৎসরের পরী-

ক্ষিত যে বার্ক জ্বরে ধন্বন্তরি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহার ব্যবহার একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। বার্কের একমাত্র ব্যবহার যাহা থাকে, তাহা এই যে, জিহ্বা পরিষ্কার হইলে এবং জ্বর ছাড়িয়া গেলে বলকারক রূপে ইহার প্রয়োগ। জ্বর সত্ত্বে জনসনের চিকিৎসায় রস প্রয়োগে পুনঃ আনয়ন সর্ব্বত্র ঘটিয়া উঠিত না, ফলে জ্বর ছাড়িয়া ঐ ভয়ঙ্কর রসমাত্রা শরীরের মধ্যে শোষিত হওয়ায় এমন সকল ঘটনা ঘটিত, যাহাতে লোকের মাড়ি পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িয়াছে।

১৮১৬ সালে ডাক্তার হ্যালিডে যে পুস্তক সংকলন করেন, তাহাতে জনসনের চিকিৎসার পরিণাম ও কুফল নিনাদিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, এক একটি রোগীতে এই সময় প্রায় ৬০০ হইতে ৮০০ গ্রেণ ক্যালোমেল দেওয়া হইত। জেনারল্ হাসপাতালে পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১ মাসের ক্যালোমেল খরচ ১৩,৩৩৭ গ্রেণ। লোকে ক্রমে এই ভয়ানক চিকিৎসার ব্যাপত্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়; প্রাচীন প্রাচীন যত লোকের মাড়ি খসা দেখিতে পাইবেন, তাহার অধিকাংশ এই চিকিৎসার ফল।

লোকে এইরূপ চিকিৎসার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করে, তখন ডাক্তার জন্‌সন বাধ্য হইয়া, এদেশ পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে বাধ্য হন, কিন্তু তাঁহার যাওয়ার পরও অনেক দিন ধরিয়া এদেশে ক্যালোমেল চিকিৎসা বন্ধ হয় নাই। তবে একটা নিয়ম হয় যে ২০ গ্রেণের অধিক ক্যালোমেল না দেওয়া।

ইহার পর ডাক্তার জেমস্ এদেশে চিকিৎসক হইয়া আসেন। তিনি এই সময়কার জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত দেখেন, তাহা এই জ্বর বায়ু মণ্ডলের বিদ্যুতের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত জড়িত; বিদ্যুৎ না হইলেও বায়ুমণ্ডলে এমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে—যাহাতে জ্বর জন্মায়। এ ছাড়া জ্বরের অন্য কোন কারণ নাই। অন্যান্য কারণ কল্পনামাত্র।

ডাক্তার জেমস্ জ্বরকে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভাজিত করেন—

১। শরৎ এবং শীত ঋতুতে সমুৎপন্ন সবিরাম জ্বর যথা—

ঐকাহিক

দ্ব্যহিক

ত্র্যাহিক— ইত্যাদি।

২। বর্ষার প্রারম্ভে জাত এবং গ্রীষ্মকাল জাত অতীব্র প্রদাহযুক্ত অবিরাম-

জ্বর। বর্ষার পরে জ্বর বহু বিপৎজনক, যদি তাহা পৈত্তিক হয়।

৩। অবিরাম একজ্বরা অবস্থাযুক্ত জ্বর প্রদাহ যুক্ত, গ্রীষ্মের প্রখর উষ্ণতা এই জ্বরের হেতু।

এই জ্বরে, তিনি বলিয়াছেন, অন্ত্রে ক্ষত জন্মে। (অর্থাৎ যে জ্বর এখন টাইফইড বলিয়া ধারণা করা যায়।) তাঁহার মতে চিকিৎসা,— উষ্ণ অবস্থায় শীত প্রয়োগ, শীত অবস্থায় উষ্ণ প্রয়োগ; উষ্ণতায় রক্তমোক্ষণ, ঘর্ম্মানয়ন, শীতল জলধারা প্রদান, তারপর ১৫।২০ গ্রেণ ক্যালোমেল ব্যবহার। দোষ শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ করাই এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। তিনি বলিয়াছেন, আগে বমনাদি প্রয়োগ না করিলে বার্কে কোন ফল হয় না। প্রথমতঃ উহা পেটে থাকে না; থাকিলেও জ্বর বন্ধ করিতে পারে না। বরং প্লীহাদির বৃদ্ধি সাধন করে। তাঁহার মতে প্লীহার বৃদ্ধি কম না হইলে ক্যালোমেল ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইনি জ্বরের প্রতিষেধার্থে মশারী ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মশক ম্যালেরিয়া আনয়ন করে, ইহা সেই তত্ত্বের প্রতিধ্বনি। যাহা হউক, ডাক্তারী চিকিৎসার যে ক্রম উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে, আপনাদিগের অবশ্য প্রথম ধারণা জন্মিবে এদেশে জ্বর তখনও যেমন এখনও তেমন—

অর্থাৎ Intermittent

Remittent এবং

Continued

যে স্থান বিশেষে অন্ত্রের ক্ষত উপলব্ধি করা যাইত, তাহা এই Continued fever এর মধ্যে তখন বিবেচিত হইত। দ্বিতীয়তঃ মনে হইবে, শীত, শরৎ, বর্ষা, গ্রীষ্ম ধরিয়া ঋতু বিশেষে জ্বরের প্রাদুর্ভাব। তৃতীয়ত গ্রীষ্মের জ্বর অবিরামজ্বর; অন্য ঋতুর জ্বর সবিরাম। চতুর্থ— মহামারির সময়ও জ্বরের যে রূপ অন্য সময়েও জ্বরের সেই রূপ। যখন যে জ্বরই হউক না কেন, সব জ্বরই এক জাতীয়। তবে ভিন্ন কারণ ভেদে শ্রেণীগত পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ আছে।

অনেকদিন ধরিয়া ডাক্তারদিগের চিকিৎসার শেষ এই প্রমাণিত হয় যে বার্ক এই সকল জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

রক্তমোক্ষণ,

বমন,

বিরেচন,

রস প্রয়োগ,

স্থল বিশেষে কচিৎ কখন উপকারী হইলেও ইহার কুফলই অধিক। এমন সকল বাপত্তি ইহাতে ঘটে, যাহা অতি ভয়ঙ্কর।

আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার ফলাফল ডাক্তারদিগের এই বহুদর্শিতার আলোকে এখন আমাদিগকে বিচারপরায়ণ হইয়া দেখিতে হইবে। এবং সেইসঙ্গে দেখিতে হইবে বিষমজ্বর চিকিৎসায় আমাদের কোন পথ অবলম্বনীয়?

আয়ুর্ব্বেদ সভায় বিগত মাসিক অধিবেশনে আমি আপনাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহাতে আমি নিজের কোন মতামত ব্যক্ত করি নাই; আমি উক্ত প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে হয়ত আপনাদের ধারণা জন্মিয়াছে, যে আমাদের দেশে এক দিন বিষমজ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া একদল প্রচার করিতেছিলেন, অহিতাচার হইতে স্বয়ংসৃষ্ট ব্যক্তির বিষমজ্বর আবির্ভূত হয়, আর একদল বলিতেছিলেন, বিষমজ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ। এই উভয় মতের মধ্যে প্রাচীন ঋষিদিগের মতই আয়ুর্ব্বেদ সাদরে আপন বক্ষে স্থান দান করিয়া আসিতেছেন। অপর মত পৌরাণিক মত। ভেড় ভালুকি পুষ্করাবত বাণ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই মতের পক্ষপাতী হইলেও আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, মূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভূতাভিসঙ্গোত্থ বিষমজ্বর এই তত্ত্ব জন সমাজে যেমন প্রচার করেন, তেমনি ইহাও প্রচার করেন, যে মনুষ্যদেহে একমাত্র বিষমজ্বরই আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। অর্থাৎ জ্বরকে মানবদেহে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে বিষমজ্বরের আকারে আকারিত হইয়া আসিতে হয়। স্থূলতঃ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসায় অধিকৃত জ্বর বিষমজ্বর। বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ, এবং সান্নিপাতিকাদি ইহার যে সকল বিভাগ আছে, তাহা বিষমজ্বরেরই বিভাগ। মাধব তাঁহার নিদান গ্রন্থে জ্বরকে যে অষ্টধা বিভাগ করিয়াছেন, তাহা জ্বর বিভাগের একদেশমাত্র। ঋষিবাক্যের প্রতিধ্বনি হইলেও, ইহা সম্পূর্ণ ঋষিবাক্য নহে;—"কারণ ভেদে জ্বর অষ্টধা" এ কথা না বলিয়া মাধব তাঁহার নিদান গ্রন্থে "জ্বর

অষ্টধা বলিয়াছেন। কারণভেদে যে ইহা অষ্টধা এইরূপ কোন আভাস বা আলাপ করেন নাই। সুতরং ফলে এই দাড়াঁয়াছে, যে সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থীর মনে এই সংস্কার জন্মে, যে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দজ সংসর্গজ এবং আগন্তুক ছাড়া, বিষমজ্বর জ্বরের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ — জ্বর ছাড়িয়া গিয়া কুপথ্য হইতে যদি আবার জ্বর পালটায়, তাহা হইলে সেই জ্বরকে বিষমজ্বর কহে। পালটান জ্বর— স্থলবিশেষে কুইনাইন আটকান জ্বরের মধ্যেও এই কারণে অধিকাংশ স্থলে পরিগণিত হইয়া কুইনাইনের অপবাদ পরিঘোষণা করে। মোট কথা আয়ুর্ব্বেদের দিক দিয়া না হইলেও বিষমজ্বর পৌরাণিক মতে জ্বরের আদ্য মধ্য এবং শেষ,— তবে ইহা বিধিভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে যথা——

(১) শরীর বা মানস (২) সৌম্য বা আগ্নেয় (৩) অন্তর্ব্বেগ বা বহির্ব্বেগ (৪) প্রকৃত বা বৈকৃত (৫) সাধ্য বা অসাধ্য (৬) সাম বা নিরাম।

দোষ কাল বলাবল ভেদে পঞ্চবিধ হইতে পারে যথা—

সন্তত বা সতত বা অন্যেদ্যু বা তৃতীয়ক বা চতুর্থক বা ইহাদিগের বিপর্য্যয়।

আশ্রয় ভেদে সপ্তবিধ হইতে পারে যথা——

রসস্থ বা রক্তস্থ বা মাংসস্থ বা মেদস্থ বা অস্থিগত বা মজ্জাগত বা শুক্রগত।

ভিন্ন কারণভেদে অষ্টবিধ হইতে পারে যথা

পৃথক্ অর্থাৎ বাতিক বা
পৈত্তিক বা
শ্লৈষ্মিক ৩

দ্বন্দজ যথা——
বাতপৈত্তিক বা
বাত শ্লৈষ্মিক বা
পিত্তশ্লৈষ্মিক ৩

সংসর্গজ— যথা——
বাতপিত্তশ্লৈষ্মিক ১

আগন্তুক——— ১ মোট এই অষ্টবিধ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বা আদেশে যখন বিষমজ্বর ভিন্ন অন্য কোন আকারে জ্বর মনুষ্য শরীরে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বলিতে হইবে, জ্বর পরে যেরূপ লক্ষণেই লক্ষণান্বিত হউক না কেন সমস্ত জ্বরই মূলে বিষম জ্বর।

জ্বর সর্ব্বত্রই একরূপ, তাহার ভিতর কোনরূপ জাতিগত পার্থক্য নাই; (মহামারির সময়ই হউক, আর অন্য কারণেই হউক!) Yet in every hart of the world fevers are the same or in other words fevers are essentially only of one genus.

১৭৬৮ ও ১৭৭১ সালে ডাক্তার জন ক্লার্ক দুইবার এদেশে আগমন করেন। যে সময়ে তিনি এদেশে আসেন, সে সময় বঙ্গদেশে মহামারি পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তিনি ঐ মহামারি স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

তাঁহার মতে জ্বর—

Intermittent

Remittent এবং

Continious

এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্রেণীগত তাহাদের পার্থক্য থাকিলেও কিন্তু জাতিগত কোন পার্থক্য নাই।

ডাক্তার জেমস্ এদেশে আসেন, ১৮১৬ সালের পর। তিনি জ্বরকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করেন,

(১) শরৎ বা শীতঋতু সঞ্জাত সবিরাম জ্বর যথা—
ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক ইত্যাদি

(২) বর্ষার প্রারম্ভে সঞ্জাত এবং গ্রীষ্মকালজাত অতিতীব্র প্রদাহযুক্ত অবিরাম জ্বর—বর্ষার জ্বর বহুবিপজ্জনক, বিশেষতঃ যদি তাহা পৈত্তিক হয়।

(৩) গ্রীষ্মের সময় সমুৎপন্ন অবিরাম বা একজ্বরা জ্বর, ইহাতে অন্ত্রে ক্ষত জন্মে।

এই ত্রিবিধ জ্বরই তিনি ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া পরিগণনা করিয়াছেন।

ঐকাহিক দ্ব্যহিক ত্র্যহিক আদি জ্বর যে ম্যালেরিয়া তদ্বিষয়ে—মতদ্বৈধ একরূপ নাই বলিলেও হয়, তবে অপর বিষয়ে জ্বরের মধ্যে প্রথম কয়েকটি ম্যালেরিয়া

হইলেও, শেষোক্তটি এখন টাইফয়েড জ্বর বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। ইহা ম্যালেরিয়া হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন জাতীয়।

ঐকাহিকাদি জ্বর এবং বর্ষা বা গ্রীষ্ম ঋতু জাত জ্বর যাহা প্রায়শঃ সান্নিপাতিকের আকার ধারণ করে, এতদুভয়কে ডাক্তার আসলার প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎকগণ জাতির হিসাবে ম্যালেরিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীব হিসাবে প্রথমটির নাম Ragularly intermittent এবং দ্বিতীয়টির নাম Æstvio antumnal fever.

আমি এইজন্য পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, মাধবনিদানে জ্বরের উৎপত্তি কথা অধ্যয়ন এবং অধ্যপনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রথমে চরকের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পৌরাণিক মতের দিক দিয়া এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে হইবে, যথা—

দ্বিবিধো বিধিভেদেন জ্বর শারীর মানসঃ।
পুনশ্চ দ্বিবিধো দৃষ্টঃ সৌমশ্চাগ্নেয় এবচ॥
অন্তর্ব্বেগো বহির্ব্বেগো দ্বিবিধঃ পুনরুচ্যতে।
প্রাকৃতো বৈকৃতঃ সাধ্যশ্চাসাধ্য এবচ॥
পুন পঞ্চবিধো দৃষ্টাঃ দোষ কাল বলাবলাৎ।
সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকো॥
পুনরাশ্রয়ভেদেন ধাতূনাং সপ্তধা মতঃ।
ভিন্নঃ কাররণভেদেন পুনরষ্টবিধঃ জ্বরঃ।

যদিও চক্রদত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাকারগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

পুনঃ পঞ্চবিধো দৃষ্ট ইত্যত্র
ন পঞ্চবিধেন ভেদেন সর্ব্বজ্বর ব্যাপ্তিঃ
যতঃ
(১) প্রায়শঃ সন্নিপাতেন, দৃষ্টঃ,
পঞ্চবিধো জ্বর ইতি চ বক্ষতি,
ততঃ
(২) কেবলবাতাদি জ্বরাণাং ন সন্ততাদি
ভেদেন গ্রহণম, তথা সন্তনাদীনাং
(৩) কালোঽনিয়তাঃ তে সন্ততাদি ভিন্নাএব

তস্মাদ্ দোষকালবলাবলাদ্ যে জ্বরা
ভবন্তি তে পঞ্চবিধা এবেতি বাক্যার্থঃ।

অর্থাৎ সমস্ত জ্বর পঞ্চবিধ একথা বলা অনুচিত কারণ—

পঞ্চবিধ জ্বর প্রায়শঃ সান্নিপাতিক।

তাছাড়া কেবল বাতাদি জ্বর সন্ততাদি ভেদে গৃহীত হয় নাই।

তারপর আর একটি কথা—

সন্ততাদি জ্বরে কালের একটা নিয়ম আছে, কালানিয়ত যে জ্বর সুতরাং স্বীকার্য্য তাহা সন্ততাদি ভিন্ন।

এই সব কারণে জ্বরের পঞ্চবিধত্ব অষ্টবিধত্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আমি বলিতেছি, চক্রদত্ত যে কথা বলিয়াছেন, ঋষিদিগের মতে— এবং আয়ুর্ব্বেদের মতে তাহাই বটে, কিন্তু পৌরাণিক মতে যখন বিষমজ্বর ছাড়া আর জ্বর নাই তখন— এই মতে ঐ সকল যুক্তি তর্কের কোন অবসর থাকে না, বা আসে না। বিষমজ্বর বৈকৃত কিম্বা প্রাকৃত হইলেও যদি বর্ষকালোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা প্রায়শঃ সান্নিপাতিকে পরিণত হয়—ইহা আপনারা যেমন প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তেমনি প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্‌গণও অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রকার জ্বর আয়ুর্ব্বেদের পরিভাষায় সন্তত জ্বর কিম্বা তৎসদৃশ। খরনাদ ইহাকে বিষমজ্বর বলিয়া পরিগণনা করিতে প্রস্তুত নহেন, মহর্ষি পুনর্ব্বসু বলেন,— ইহা বিষমজ্বরই বটে।

একতণ্ডুলাভ্যবহার অনশনব্যপদেশবৎ মুক্তানুবন্ধিত্বের আবৃত্তি না থাকায় এবং অল্পত্ব হেতু, এই সন্তত জ্বরের জাতি নির্ণয়ে এই মতদ্বৈধ। ডাক্তারেরা বলেন,—একজাতীয় যে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; তবে ভূতাভিষঙ্গের হিসাবে, সততকাদি হইতে সন্তত পৃথক কেননা, সততকাদিতে যে ভূত বিশেষের অভিষঙ্গ ঘটে, সন্ততকে ঠিক সেই ভূত বিশেষ পরিদৃষ্ট হয় না। তবে উভয়েই animal parasite। টাইফয়েড জ্বর কিম্বা কালাজ্বরের Parasite উদ্ভিজ্জাণু সুতরাং ইহারা ম্যালেরিয়া হইতে স্বতন্ত্র জ্বর— এই সকল জ্বরে কুইনাইন সেবন কার্যকারী হয় না। উপকার দেখিয়া ও বলিতে পারা যায় যে উদ্ভিজ্জাণু হইতে সমুৎপন্ন টাইফয়েড প্রভৃতি সংসর্গজ জ্বর Infectious specific জ্বর ম্যালেরিয়া; হইতে ভিন্ন জাতীয় ব্যাধি। পৌরাণিক মতকে আশ্রয় করিয়া এখন যদি ধরা যায়, বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়া একই তত্ত্ব, তাহা হইলে—

সততক ও সন্ততক লইয়া খরনাদ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মধ্যে যে মত-দ্বৈধ, তাহার কারণ বেশ সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

তা ছাড়া আর একটি কথা এখানে আপনাদিগকে জানান আমি প্রয়োজন মনে করি। আমার মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের, কেহ কেহ উপশমের দ্বারাও স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সততকাদি জ্বর সন্ততকাদি জ্বর হইতে ভিন্ন কিনা।

বিজয় তাহার মধুকোষে খরনাদের মত উল্লেখ করিয়া অনুমান করিতেছেন, খরনাদ যে সন্ততকে বিষমজ্বরের মধ্যে পরিগণনা করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহার কারণ—

ন তৃতীয়কাদিবৎ, আবৃত্ত্যানুক্তানুবন্ধিত্বমস্যেত্যভিপ্রায়েণ অথবা

যা বিষমজ্বরোল্লেখেনোক্তা সা চিকিৎসা সন্ততবর্জ্জং সততকাদিষু কার্য্যেতি প্রতিপাদনার্থং—

হরিচন্দ্রেনাপি কর্ম্মসাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়ক চতুর্থকবেতি চরকবচনাৎ বিষম জ্বরোক্তচিকিৎসা তৃতীয়ক চতুর্থকয়োরেব।

অন্যেতু দোষপ্রত্যনীক চিকিৎসা কার্য্যেতি ব্যাখ্যাতং

অস্যাং হরিচন্দ্রব্যাখ্যায়াং কর্ম্ম সাধারণং সর্ব্বত্রৈব বিষমজ্বরেকার্য্যং বিশেষণ অন্যথা উক্ত তন্ত্রান্তরবিরোধঃ ॥

তৃতীয়ক চতুর্থকয়োরেব দ্রষ্টব্যং।

বিজয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ঔষধে বা যে প্রণালীর চিকিৎসায় সন্ততজ্বর ভাল হয়, সততকাদিতে ঠিক সে ঔষধ বা সেই প্রণালীর চিকিৎসা বিশেষ ফলদায়ী হয় না; এই জন্য সন্ততজ্বর বিষমজ্বরের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ফলতঃ উপকার ধরিয়া বিচার করিতে গিয়া আমরা যদি ডাক্তারি মতের অনুবর্ত্তন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই,—কিম্বা এইরূপ অনুমান করিতে পারি, যে সন্ততজ্বরকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগেই বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, এক শ্রেণীতে— যে ঔষধ ফলবতী হয়, অপর শ্রেণীতে সে ঔষধ উপকার আনয়ন করিতে পারে না। এক প্রকার সন্ততজ্বর— বিষমজ্বর আর এক প্রকার সন্ততজ্বর—উপশয়ের দিক দিয়া দেখিলে, বিষমজ্বর নহে —যেমন Æstivo autnmnal fevers এবং Typhoid কিম্বা Kalazar। Æstivo-antnmel fever malaria বলিয়া এখানে কুইনাইন অব্যর্থ, আর Typhoid বা কালাজ্বর malaria নহে

বলিয়া এখানে কুইনাইন তেমন সুফলদায়ক হয় না।

আমি এতক্ষণ সন্তত এবং সততকাদি বিষমজ্বর ধরিয়া যে সকল কথা বলিলাম, খোঁচ খাঁচ যেখানে যাহা আছে ইহাতেও তৎসমস্তই— ম্যালেরিয়া মত— যেখানে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ পরস্পর বিবদমান, ডাক্তারেরাও তাঁহাদের Malaria এবং Inficetive specific disease সম্বন্ধে সেইরূপ নানা বিচার বিতর্ক— এমন কি ঠিক আয়ুর্ব্বেদের যথাযথ অনুকরণে বাদানুবাদ পরিগঠিত করিয়াছেন। এখন যদি ধরিয়া লওয়া যায়, ভূতাভিষঙ্গ বলিতে (আয়ুর্ব্বেদ নয়) পুরাণ জীবাণু এবং উদ্ভিজ্জাণু এতদুভয়কে ভূতশব্দ বাচ্য মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে স্বীকার্য্য যে এই পৌরাণিক সম্প্রদায়ের মতে— জ্বরের বিভাগ নিম্নলিখিত রূপ —জ্বর

বৈষ্ণবজ্বর   শিবজ্বর

|

ভূতাভিষঙ্গোত্থ

|

ভূত—

উদ্ভিজ্জাণু   বা   জীবাণু

উদ্ভিজ্জাণু হইতে উৎপন্ন
সততক ও সন্ততকাদি জ্বর
যাহা প্রাচ্য বিজ্ঞানে,
Infective specifc
diseases
বা
সংসর্গজ রোগ।

জীবাণু হইতে উৎপন্ন
(১) সততকাদি জ্বর
যাহা আবৃত্তি সহ
মুক্তানুবন্ধী বা বিসর্গী
(২) অবিসর্গী।
যথা সন্ততকাদি

ভাবমিশ্র ও সুশ্রুতের মতে এই সংসর্গজ রোগ

জ্বর   মেহ   ব্রণ   কণ্ডু   ভূতোন্মাঙ্গ

যক্ষ্মা   কুষ্ঠ   নেত্রাভিষ্যঙ্গ রোগ   উপদংশ

এবং মসূরিকাদি ঔপসর্গিক রোগ অর্থাৎ রোমান্থিকা, পানিবসন্ত, শীতলা (বড় জাত বসন্ত) বিসর্প অর্থাৎ যে সকল রোগ

প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রতিনিয়ত মৈথুন (কেহ কেহ বলেন)

গাত্রসংস্পর্শ

নিশ্বাস

একত্র ভোজন

একশয্যা বা আসন

ব্যবহৃত বস্ত্র মাল্যানুলেপন বশতঃ

একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়, তাহাই সংসর্গজ রোগ—ইংরাজিতে Infective deseases চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই সকল রোগে সাধারণ ক্রিয়া হিতকরী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ যুক্তব্যাপাশ্রয় দোষ-প্রত্যনীক চিকিৎসা বা ওষধি প্রয়োগের সহিত দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা অর্থাৎ হোমাদি ইংরাজিতে যাহাকে antieiseptic treatment ও Faith cure কহে। আমাদের অপরাজিতা মহেশ্বর ধুপাদিও এ স্থানে উল্লেখযোগ্য।

ডাক্তারদিগের মতের সহিত আমাদের আয়ুর্ব্বেদের প্রতি তথ্যকে যে মিলিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই,—মিলাইলেও অতি সতর্কতার সহিত মিলান কর্ত্তব্য—কেন না আমাদের আয়ুর্ব্বেদ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সত্য আজও যেমন :৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও তেমন। প্রতীচ্যবিজ্ঞান এখনও সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দাড়াইতে পারে নাই। আজ যে মত কাল সে মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং অতি সাবধানে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের মত আয়ুর্ব্বেদের ভিতর আনিতে হইবে। তাই বলিতেছি আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের বিভাগ প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সহিত কোন কোন স্থানে সদৃশ তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন না করিলেও, আমাদের তজ্জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই! এবং আশা করা যাইতে পারে--প্রতীচ্য বিজ্ঞান কালে এই মতের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। তবে যতদূর যাহা মিলে, আজ তাহাই আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি। এবং উল্লেখ করিতে গিগা এই মাত্র বলিতেছি, যে পৌরাণিক মত ধরিয়া বিষমজ্বরকে সর্ব্বজ্বরব্যাপ্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, এবং সেই সঙ্গে ভূতাভিষঙ্গই ইহার মূলে অবস্থিত এইরূপ মনে করিলে আমাদের এই লাভ হয়, যে তরুণ জ্বরেকে ভয় করিয়া ছাড়িয়া দিয়া বিষমজ্বরের জন্য আমা-দিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। দেশের তিন ভাগ রোগী যাহা আমাদের হাত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার আমরা ফিরিয় পাই—এবং পাইয়া দেখাইতে পারি, আয়ুর্ব্বেদ যেমন যক্ষ্মায় জয়যুক্ত, যেমন শোথে ইহার তুল্য আর ফলপ্রদ কোন ঔষধ নাই, উদরাময়ে, অজীর্ণে ইহা ধন্বন্তরি, সেইরূপ তরুণজ্বর, মধ্যজ্বর, জীর্ণজ্বরেও আয়ুর্ব্বেদ বিজয় দুন্দুভি

হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

যে প্রণালীর চিকিৎসা অবলম্বন করিলে তরুণ জ্বরের চিকিৎসায় আমরা পুনরায় যশস্বী হইতে পারি, এখন আমি তাহাই আপনাদিগকে বলিতে যাইতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন এই বিষয় অপনাদিগের তুষ্টিজনক করিয়া বলিতে আজ সক্ষম হই!

আপনারা যদি মনোযোগের সহিত আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ইহার দুই স্থানে দুইটি সূত্র আছে, তাহারা পরস্পর কত বিসদৃশ।

প্রথম সূত্রটি মহর্ষি পুনর্ব্বসুর নিজের উক্তি; দ্বিতীয়টি কাহার আমি এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে সূত্রটি এই—

ন দোষাণাং ন রোগাণাং
ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্
ন দেশানং ন কালানং
কার্য্যং রসচিকিৎসিতে!

শ্রদ্ধাস্পদ বিনোদলাল সেন ইহার অর্থ করিয়াছেন—

"রস চিকিৎসায় দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ, কাল, ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।"

প্রথম সূত্রটি এই—

সূক্ষ্মাণি হি দোষ-ভেষজ-দেশ কাল-বল
শরীরাআহারসাত্ম্য-সত্ত্ব-প্রকৃতি
বয়সামবস্থান্তরাণি যান্যনুচিন্ত্যমানানি
বিমল বিপুল বুদ্ধেরপি বুদ্ধিমাকুলীকুর্য্যুঃ
কিং পুনরল্প বুদ্ধেঃ।

অর্থাৎ দোষ, ঔষধ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য সত্ত্ব, প্রকৃতি, বয়সের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এত সূক্ষ্ম যে তাহা চিন্তা করিয়া কার্য্য করা বিমল বিপুলবুদ্ধি লোকের ও সাধ্য হয় না; অল্প বুদ্ধির ত কথাই নাই।

—(বঙ্গবাসী সংস্করণে চরকের অনুবাদ।)

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই দুইটি সূত্র কত বিসদৃশ! একটিতে দোষাদির বিষয় বিশেষ চিন্তা করিতে বলে, আর একটিতে বলিতেছে, রস চিকিৎসায় এ সকল দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ

জ্বর— চিকিৎসায় ঋষিদিগের ব্যবস্থাপিত পাচন, কষায়, শমন, শোধন ও লঙ্ঘন কখন দিবে বা কখন দিবে না এ সকল তর্ক যুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। জ্বর তা তরুণই হউক, মধ্যই হউক, জীর্ণই হউক, পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, একবারে (চোখ বুজিয়া রস) প্রয়োগ করিবে।

রস শব্দে যদিও নানা জন নানা অর্থ করেন, কিন্তু এখানে রস অর্থ যে মার্কুরিয়া বা পারা তাহার কোন সন্দেহ নাই।

জ্বররোগী পাইলেই রস প্রয়োগ কর্ত্তব্য প্রাচীন ঋষিদিগের এইমত নহে, কেন না পারদের ব্যবহার তখন প্রচলিত ছিলনা। বৈদিক সময় হইতে পরবর্ত্তী কালীন এই তান্ত্রিক মত! রস প্রয়োগ, তার সঙ্গে জয়পাল প্রভৃতি তীব্র বিরেচনের ব্যবস্থা, কে না জানেন, ভৈষজ্যরত্নাবলীর প্রথম হইতে—৫। ৭ পৃষ্ঠায় যে যে ঔষধ আছে, তাহার অধিকাংশেরই ভিতর বিদ্যমান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি এখানে তরুণ জ্বরের কয়েকটি ঔষধের নাম উল্লেখ করিতেছি—

(১) শীতভঞ্জী রস

ইহাতে পারা, গন্ধক, জয়পাল ও দন্তী আছে।

(২) তরুণ জ্বরারি—

—উপাদান পারা, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, ঘৃতকুমারী।

(৩) শ্রীরামরস—

—উপাদান পারা, গন্ধক, মরিচ, জয়পাল, দন্তী।

(৪) নব জ্বরাঙ্কুশ—

—উপাদান, পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, জয়পাল, দন্তী।

(৫) প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস—

উপাদান হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খই, জয়পাল।

তরুণ জ্বরে রস এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন তীব্র জয়পালের মত বিরেচন, ভৈষজ্যরত্নাবলীর রস চিকিৎসার ক্রম। বিচার বিবেচনা শূন্য এই রস চিকিৎসা।

এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের কুফল— আমরা নিজে ভুক্তভোগী না হইলেও বা ভুক্তভোগী হইয়া নিজে নিজে ব্যক্ত না করিলেও, ডাক্তারেরা এই প্রণালীতে জ্বর চিকিৎসা করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের প্রণীত পুস্তকে এখনও উজ্জ্বল অক্ষরে যে লিপিবদ্ধ, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানাইয়াছি জানাইয়াছি যে ডাক্তার লিনডে লিখিয়াছেন এ দেশে বয়োবৃদ্ধের মধ্যে যো

মাড়িখসা দেখিতে পাইবেন, অধিকাংশই এই আধুনিক চিকিৎসার ফল। তখন চিকিৎসা ছিল— রোগীকে প্রথম রস প্রয়োগ করা, তার সঙ্গে সঙ্গে তাব্র বিরেচন এবং রক্ত মোক্ষণ। তিনি বলেন, এক এক জন রোগীকে ৬০০ হইতে ৮০০ গ্রেণ ক্যালোমেল দেওয়া হইয়াছে। এক বৎসরে জেনারল হাঁস-পাতালে ক্যালোমেলের খরচ— ১৩,৩৩৭ গ্রেণ।

যিনি এই আসুরিক চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহার নাম পূর্ব্বে বলি-য়াছি ডাক্তার জনসন। এবং বলিয়াছি যে তাঁহার চিকিৎসার ফলে এই ঘটে, যে তাঁহার বিরুদ্ধে এ দেশে প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত হয়। তিনি সেই আন্দোলনে এ দেশ ছাড়িয়া পালাইতে বাধ্য হন।

অবশ্য এই ক্যালোমেল প্রয়োগ, আর আমাদের পারা গন্ধকের কজ্জলী ও হিঙ্গুল এক নহে। রস প্রয়োগ হইলেও,— ইহাতে মাড়ি খসিয়া যাওয়ার ভয় একরূপ নাই বলিলেও হয়।

তবে ইহাতে যে কোন অপকার হয় না, একথা ঠিক বলা কঠিন। জয়-পাল প্রয়োগ ও তদ্রূপ। স্থল বিশেষে উপকারী হইলেও যেখানে কুফল ঘটে সেখানে মহা অনর্থ উৎপন্ন হইতে কতক্ষণ লাগে?

যাহা হউক— ডাক্তাব জনসনেব আসুবিক চিকিৎসার পব ডাক্তারেরা এদেশে refrigerent ঔষধ অর্থাৎ যাহাতে বমনাদি আনয়ন করিয়া শরীরের সঞ্চিত দোষ বহিঃনিস্থত কবিতে পাবে, এমন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে থাকেন। এই refrigerent সম্বন্ধে তাঁহাদেব যে মত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে আমরা দেখি-য়াছি, একজন বলিতেছেন এই ঔষধ দেওয়া— আর কিছু না করিয়া কিছু করিলাম এইরূপ বিশ্বাস জন্মান ইহাই যথালাভ— অধিকন্তু শুভ এই যে উপকার করিতে না পাবিলেও ইহাতে কোন অপকার করা হয় না।

ডাক্তারদিগের refrigerent ঔষধ কিম্বা তৎসদৃশ চিকিৎসা যাহা, তাহা ভৈষজ্যরত্নাবলীর জ্বর চিকিৎসায় প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। ষড়ঙ্গ পানীয় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মূল বৃহৎ স্বল্প, চতুর্দ্দশাঙ্গ, অষ্টদশাঙ্গ প্রভৃতি— পাচন সমস্তই এই শ্রেণীর ঔষধ। দোষের নিরুহণ— সকল গুলিরই মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্বরকে পৃথক্ দ্বন্দ্ব সান্নিপাতিক ভেদে বিভক্ত করিয়া সেই বাতাদি দোষকে

শমন ও শোধন করিতে এই সকল সংযোগ সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্ট হইলেও, প্রথম সপ্তাহে ইহাদের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। লঙ্ঘন বা ষড়ঙ্গ পানীয় এবং যবাগূপ্রভৃতির ব্যবহার তরুণ জ্বরের প্রথম চিকিৎসা। ডাক্তারেরা হয়ত বলিবেন ইহাও তাঁহাদের refrigerent এর মত— কিছু না করিয়া কিছু করিলাম— অধিকন্তু উপকার কারতে না পারি, অপকার করিলাম না এই ইহার লাভ।

ডাক্তারেরা যাহাই বলুন— আমরা আয়ুর্ব্বেদের দিক হইতে বলিতে চাই, এই যে ষড়ঙ্গ পানীয় ও যবাগূ চিকিৎসা— ইহাই তরুণ জ্বরের প্রকৃত চিকিৎসা। মহর্ষি পুনর্ব্বসুর উদ্ভাবিত উদ্ধৃত সূত্রের সহিত ইহার সম্পূর্ণ যোগ আছে। দোষ, দেশ, কাল, বয়স, সাত্ম্য, আহার, ঔষধ প্রভৃতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বিচার করিয়া এই চিকিৎসা। অতি সাবধানে অতি সতর্কতার সহিত এই চিকিৎসা ক্রম আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। গেলেও একটি বিষয়ের অভাব আছে; অভাব তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, জ্বর ভূতাভিসম্ভোথ হইলেও, সকল জ্বর ভূতাভিষঙ্গোথ নহে। জ্বরে বাতাদি দোষই সর্ব্বজ্বর ব্যাপিয়া অবস্থিত,— পৃথক দ্বন্দ সংসর্গ ও আগন্তুক লইয়া জ্বরের মূল বিভাগ। বিষমজ্বর— ইহার অন্তর্ভুক্ত— এক কোণে অবস্থিত। মোটকথা ম্যালেরিয়া ধরিয়া তাঁহারা জ্বরের চিকিৎসা প্রণালী পরিগঠন করেন নাই।

ডাক্তারেরা যেখানে ৫ গ্রেণে না হইলে ১০ গ্রেণ, ১০ গ্রেণে না হইলে ২০ গ্রেণ কুইনাইন দেন, সেখানে তাঁহারা কেবলমাত্র লঙ্ঘনের উপর নির্ভর করিতে গিয়া স্থলবিশেষে জয়যুক্ত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই হটিয়া হটিয়া শেষে তরুণ জ্বরের চিকিৎসা বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন। দোষের অংশাংশ কল্পনা করিয়া চিকিৎসা যে কি কঠিন তাহা, যাহারা, এইরূপ সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়া চিকিৎসা করেন, তাহারাই বলিতে পারেন। মহর্ষি পুনর্ব্বসু যে বলিয়াছেন, ইহাতে বিমল বিপুলমতির বুদ্ধিও আকুলহয়, অল্প বুদ্ধির ত কথাই নাই। ইহা সত্য অতি সত্য কথা! পাচন চিকিৎসা, যবাগূ চিকিৎসা, ষড়ঙ্গ পানীয়ের চিকিৎসা, এদেশে কয়জন খ্যাতনামা চিকিৎসক করিয়া থাকেন, বা করিতে প্রস্তুত? হিঙ্গুলেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, তরুণ জ্বরে ঘরে ঘরে। রস প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারি সাগু বার্লি আরারুট হর্লিক, এলেনবেরী পর্য্যন্ত। কেবল যত দোষ কুইনাইনে— যাহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ধন্বন্তরি, তাহাই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের

জন্ত এপর্য্যন্ত তাহারা প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন নাই। পেরু দেশের কুইনাইন ইয়ুরোপীয়েরা আগে সন্ধান পাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা আগে জানিতে পারি নাই, যদি কিছু কুইনাইনের অপরাধ থাকে, আমি দেখি এই অপরাধ ভিন্ন আর তাহার কোন দোষ নাই— সুধু এই এক দোষের জন্য এমন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া কুইনাইনকে আমাদের করিতে আপনাদের কতক্ষণ লাগে, ? একটি সংস্কৃত শ্লোক—তাহার রচনা, আপনাদের মধ্যে যে সে করিতে পারেন। আমি বলি ম্যালেরিয়ার নাম বিষম জ্বর দিয়া কুইনাইনকে বরণ করিয়া আপনারা ঘরে তুলুন, দেখিবেন আমাদের জ্বর চিকিৎসা দেশ জুড়িয়া যাইবে। দেশের তিন ভাগ লোক আয়ুর্ব্বেদের জয়গীতি আবার উচ্চৈস্বরে গান করিতে থাকিবে! কুইনাইন ম্যালেরিয়ায় সুপরিচিত হইয়া ধন্বন্তরির মত সম্মান লাভ করিয়াছে। এই সুপরিক্ষিত ঔষধ ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া আর আমাদের কর্ত্তব্য নহে। পেরুর কুইনাইন এখন দার্জ্জিলিঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। বিদেশীয় দ্রব্য বলিয়া ও ইহাকে আর অনাদর উপেক্ষা করা চলে না। তবে যদি একান্তই আর কোন কারণ থাকে, যাহাতে কুইনাইন আমরা লইতে পারি না, তাহা হইলে নিরুপায় হইয়া আমি বলিতেছি— আমাদের জ্বর চিকিৎসা এমন করিয়া নূতন ভাবে পরিগঠিত করা হউক, যাহাতে সব রোগী না সারিলেও অধিকাংশ রোগীই সারিতে পারে। কি করিলে সেই প্রণালীর চিকিৎসা আমরা পুনরুদ্ধার করিতে পারি তাহাই এখন পরিচিন্তনীয়। আমি বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিয়াছি, আমাদের জ্বর চিকিৎসার তালিকায় মুখ্য এবং গৌণরূপে কত গুলি দ্রব্য বিধৃত হইয়াছে।

অদ্যকার প্রবন্ধে এই সকল উপাদানের উল্লেখ করাই আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের চিকিৎসায় যাহা যাহা জানা প্রয়োজন, তাহাতে আপনারা সকলেই আমা অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ। সুতরাং সে চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন কথা এখানে উত্থাপন করা আমার পক্ষে উপহাসের বস্তু। আমি আপনাদিগকে, সেই চিকিৎসার কথা বলিব, যাহাতে বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিয়া স্বীকার করিলে, যেরূপ প্রণালীর চিকিৎসা অনুসরণ করা আবশ্যক হয়। বিগত মাসিক সভার অধিবেশনে আমি নিজের কোন কথাই না বলিয়া কেবল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, আয়ুর্ব্বেদে বিষমজ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যে কারণের উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন, এক্ষণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

লোক প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিম্বা প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যে জ্বরমাত্রেই বিষমজ্বর এবং বিষমজ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ। ভেড় ভালুকি পুষ্কলাবত বাণ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণই যে কেবল এই মত পোষণ করিতেছিলেন তাহা নহে,— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই শেষোক্ত মতের সংস্থাপক, প্রচারক, ও প্রকাশক। তিনিই প্রথম প্রচার করেন, বিষমজ্বর ভিন্ন অন্য আকারে জ্বরের আধিপত্য মানবের উপর নাই, এবং এই বিষমজ্বর শিবজ্বর। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কথা বলিয়াছি, সে প্রমাণ হরিবংশে বিস্তৃতভাবে আছে; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও সংক্ষেপে এই সকল প্রমাণ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি ঐ সকল প্রমাণ যথাযথ আকারে বিগত বারে আপনাদিগের নিকট উদ্ধৃত করিয়াছি। আপনারা তাহার যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি আমার কোন কথার প্রতিবাদ মনে না করিয়া মনে করিয়াছিলাম, আপনারা আমাদের পুরাণেরই প্রতিবাদ করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের মতের উপর আপনাদিগের সকলের শ্রদ্ধা বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। পৌরাণিক মতে সহসা আপনারা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহা আপনাদিগের প্রশংসারই বিষয়। কেবল আপনারা একা নহেন, এপর্য্যন্ত এই মতের উপর কোন চিকিৎসকই আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। পারিলে ডল্লনের মত একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই মতকে অল্পতন্ত্রবিদ্‌দিগের মত বলিয়া এমন উপেক্ষা করিবেন কেন? কেবল ডল্লন নহেন, ভগবান ধন্বন্তরিও নিজগ্রন্থে তাঁহাদিগকে "কেচিৎ" শব্দে অভিভাষণ করিয়া একপ্রকার উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কেচিৎসংজ্ঞাভিহিত এই সকল ব্যক্তিগণের মত লইয়া আমি যখন বলিয়াছি, বিষমজ্বর এবং ডাক্তারদিগের আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়া একই তত্ত্ব, তখন আমি নিজেই নিজেকে যখন নিরপরাধী মনে করিতে পারি না, তখন আপনারা পারেন নাই, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। আমি কেবলমাত্র এই অনুরোধ করিতেছি, পৌরাণিক মতে বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়া যে সদৃশতত্ত্ব তাহা আপনারা পুরাণের দিক দিয়া স্বীকার করেন। যদি এইরূপ স্বীকার করায় ক্ষতি বোধ না হয়, তাহা হইলে এই স্বীকারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আমি অদ্যকার আলোচনার বিষয় যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে প্রস্তুত হই। আয়ুর্ব্বেদের মতে জ্বরের যে প্রণালীর চিকিৎসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইয়া আসিতেছে, তাহা আপনারা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমা

অপেক্ষা অনেক ভাল জানেন। আমি ভূতাভিষঙ্গ ধরিয়া জ্বরের--- শিব-জ্বরের--- বিষমজ্বরের চিকিৎসা আপনাদিগের নিকট অগ্র নিবেদন করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি। এই প্রণালীর চিকিৎসা অনুসৃত হইলে, ডাক্তার-দিগের নিকট আমরা আর অসম্মানিত হইব না, ইহা আমি একরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনাদিগকে বলিতে পারি। তাঁহারা কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে যেরূপ যশস্বী হইতেছেন, আমরা কুইনাইন প্রয়োগ না করিয়া কেবল আমাদিগের স্বদেশীয় ভেষজের সাহায্যে তদ্রূপ যশোলাভ করিতে সমর্থ হইব। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আজ সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞানেরই সমূহ আদর। আমাদের জ্বরের সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞান ভূতাভিষঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠীত হইলে, ঔষধে কি করে— বিজ্ঞা-নের বিচারে উচ্চসম্মান লাভ করিতে আমরা আর বঞ্চিত থাকিব কেন? তাঁহারাও যেমন স্বীকার করিতেছেন, জ্বরের ঔষধ ভূতাভিষঙ্গ বিনাশক, আমরাও সেইরূপ বলিতে চাই, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সকল ঔষধ আছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ভূতাভিষঙ্গেরই বিরোধী। পেরুর কুনাইনের অনুসন্ধান তাঁহারা আগে পাইয়াছেন, আমরা আগে পাইনাই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র যাহা কিছু ইতর বিশেষ! প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমাদের পুণ্য আয়ুর্ব্বেদে এমন সকল ভেষজ আছে, যাহা ভূতাভিষঙ্গ নষ্ট করিতে কুইনাইন অপেক্ষা অধি-কতর শক্তিসম্পন্ন। বর্ত্তমান সময়ে এরিলিক্সের যে জয়নিনাদে প্রতীচ্য ভূমি নিনাদিত, সেই ৬০৬ যে উপাদানে গঠিত, সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন,— সেই পুণ্য পবিত্র বীর্য্যবান্ ঔষধ ভারতেরই সম্পত্তি। ভারত সর্ব্ব প্রথমে ইহার আবিষ্কার করিয়া ভৈষজ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে চির দিনের জন্য অসীম জয়যুক্ত! Berdœ তাঁহাব সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Preparations of arsenic have long beon used in medicine. Dioscorides applies the name arsenikon to the yellow Sulphuret of arsenic. The Arabs call it Turmeekh, which is supposed by Sprengel to be a corruption of Arsenikon They were familiar with the white oxide, which they call Sum-al-far,— Mouse poison or rats poison the Hindus were well acquainted with the form of arsenic knowh as orpiment, which they call. "Hertal" realgar which is thus mansil and white arsenic which they name "Sancha".

Royle thinks it was first prescribed internally by the Hindus, who used it for leporosy and intermittent fevers It is a remedy of great value in many kinds of skin diseases and in of great use in agues and in all periodic disorders for which it is only inferior to Qninine.

কেবল arsenic নহে, Royle বলেন, Mercurus or quick Silver was known to the ancients It was probably first prescribed internally by the Hindus. স্বর্ণ, রৌপ্য, যবক্ষার, সাচিক্ষার সোহাগা এ সমস্ত ভেষজ ও ভারতের প্রথম অবিষ্কার।

মোটকথা আমাদের ভেষজ ভাণ্ডারে এমন সকল অমূল্য রত্ন আছে, যাহা ভূতাভিষঙ্গেরও সম্পূর্ণ বিরোধী।

সেই সকল দ্রব্য কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমি একটি তালিকার প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি। তালিকাটি আমি অতিযত্নে অগু প্রত্যুষে আপনাদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়াছি।

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমাদের ভৈষজ্যরত্নাবলীতে তরুণ জ্বরের চিকিৎসায় রস চিকিৎসাধ্যায়ে ১৭টি ঔষধ সংগৃহীত আছে। (১) হিঙ্গুলেশ্বর (২) শীতভঞ্জীরস (৩) তরুণজ্বরারি (৪) নবজ্বরেভসিংহ (৫) ত্রিপুর ভৈরব রস (৬) জ্বর ধূমকেতু (৭) শ্রীমৃত্যুঞ্জয়রস (৮) শ্রীরাম রস (৯) নবজ্বরাঙ্কুশ (১০) প্রচণ্ড রস (১১) বৈদ্যনাথ বটি (১২) অগ্নিকুমার রস (১৩) রত্নগিরি রস (১৪) প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস (১৫) চণ্ডেশ্বর রস (১৬) উদক মঞ্জরী রস (১৭) অচিন্ত্যশক্তি রস।

এইসকল ঔষধের উপাদানগুলি নিম্নলিখিত রূপ; যথা—

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
মরিচ	জয়পাল	বিষ।	হিঙ্গুল
শুঠ	দন্তী		পারা
পিপুল	কটকী।		গন্ধক
বচ			তাম্র
কুড়			সোহাগার খই
মুতা।			লৌহ
			স্বর্ণ
			অভ্র

সীসা
বৈক্রান্ত
স্বর্ণমাক্ষিক।

(ঙ) ভাবনা---

জান্তব--- রোহিতপিত্ত—

উদ্ভিজ্জ (১) নিসিন্দা পাতার রস
(২) উচ্ছেপাতার রস
(৩) জম্বীর রস
(৪) ঘৃতকুমারীর রস
(৫) ভৃঙ্গরাজ
(৬) কেশরাজ
(৭) সজিনা
(৮) বাসক
(৯) বচ
(১০) চিতা
(১১) ভূ কদম্ব
(১২) কণ্টকারী
(১৩) গুলঞ্চ
(১৪) জয়ন্তী
(১৫) বকপুষ্প
(১৬) ব্রহ্মী
(১৭) তিতরাজ
(১৮) আদার রস
(১৯) থানকুনি
(২০) গিমাশাক
(২১) শালিঞ্চা
(২২ কাটানটে
(২৩) অপরাজিতা শ্বেত
(২৪) হুড় হুড়ে শ্বেত।

(চ) অনুপান—

আদার রস
ঘৃতকুমারীর রস
চিনি
শুঠ
পিপুল ও ক্বাথ
মরিচ
ধনের ক্বাথ
কৃষ্ণজীরা
পুরাতন গুড়
পান
উষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ জল
শুঠ চূর্ণ।

(ছ) পথ্য

শীতল জল
ইক্ষু
চিনির জল
মুগের যুষ
দধির মাত
তক্র
অম্ল
মাংসযুষ।

(জ) ব্যাপত্তিতে

মস্তকে তৈল ও শীতল জলের পটি।

(ঝ) উপসর্গে—অনুপান

পীনস ওপ্রতিশ্যায়ে	আদার রস
অগ্নিমান্দ্যে	লবঙ্গ
আমে	শুঠ চূর্ণ
অমাতিসারে	ধন্যা শুণ্ঠি
পক্কাতিসারে	কুটজ ক্কাথ মধু
অতিসারে	মুতা
কাশে	কণ্টকারী
শ্বাসে	সর্ষা তৈল ও পুরাতন গুড়
কফজ্বরে	আদার রস, নিসিন্দা পাতার রস
সান্নিপাতিকে	
প্রথম অবস্থায়	পিপুল আদার রস
গ্রহণীতে	শুঠ
শোথে	দশমূল।

এই সকল উপাদানের মধ্যে——

বিষ— ১. ৩ ৪. ৫, ৭. ১০. ১২. ১৪. ১৫ সংখ্যক ঔষধে— মোট ৯বার উল্লিখিত

হিঙ্গুল— ১. ২. ৬. ৭. ৯. ১৪.— মোট ৬বার

পারা ও গন্ধক — ১. ৩. ৪. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১৩. ১৫. ১৬. ১৭ সংখ্যক ঔষধে মোট ১৪বার।

সোহাগার খই— ৫. ৭. ১৪. ১৬.— মোট ৪	
তাম্র— ৪, ৫. ১১. ১৫. ১৭	মোট ৫
লৌহ— ৪. ১৩	মোট ২
মরিচ— ৭. ৮. ১২, ১৬. ১৭—	মোট ৫
পিপুল— ১. ৭	মোট ২
জয়পাল— ২. ৩. ৮, ৯ ১৪.	মোট ৫
দন্তী— ২. ৫, ৮, ৯	মোট ৪
ভৃঙ্গরাজ— ১৩. ১৭	২
রোহিতপিত্ত ১৬	
তক্র— ১০ ১৬	২
অন্য উপাদান—	১ বার
কটকী— ১১	১

আদার রস— ৪, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৫— ৭
নিসিন্দা পাতার রস— ১০, ১৩, ১৫, ১৭— ৪

এই তালিকাভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে

বিষ
হিঙ্গুল
পারা
গন্ধক
সোহাগার খই
তাম্র
হরিতাল
মনছাল
ত্রিকটু
ত্রিফলা
জয়পাল

প্রধান।

প্রধানতম— বিষ
পারা গন্ধক হিঙ্গুল
হরিতাল
মনছাল
সোহাগার খই
তাম্র
জয়পাল।

কুঁচলে
ভেলা
পঞ্চপিত্ত

কৃষ্ণসর্প বিষ ও ধূতরা বীজের প্রয়োগ মধ্যজ্বরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীর্ণজ্বরে—

প্রবাল ভস্ম
মুক্তা —

কড়ি —

শুক্তি —

স্বর্ণ —

লৌহ —

অভ্র —

তাম্র — বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

• পূর্ব্বোক্ত তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা যেমন দেখিতে পাই, তরুণ ও মধ্য জ্বরের চিকিৎসায় আমাদের প্রধান ভেষজ—

বিষ

পারা

গন্ধক

হিঙ্গুল

তাম্র

সোহাগার খই

মরিচ

জয়পাল

দন্তী

আদার রস

এবং নিসিন্দা পাতার রস

তেমনি হরিতাল ও মনছাল ইহার অপরদিকে প্রধান অঙ্গ।

তরুণ জ্বরে প্রধানতম— ভেষজ--- পারা গন্ধক।

তার নিচে বিষ

তাম্র, সোহাগার খই

জয়পালাদি বিরেচক।

আয়ুর্ব্বেদের মতে তরুণ জ্বরের সীমা ৭ রাত্রি।

তাহার উর্দ্ধে ২১ দিন পর্য্যন্ত মধ্য জ্বর;

তার পর জীর্ণ জ্বর।

যদিও এই সীমা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ৭ দিন তরুণ জ্বরের এবং তদুর্দ্ধে মধ্য এবং জীর্ণ জ্বরের সীমা সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট।

এখন মধ্যজ্বরের এবং জীর্ণজ্বরের ঔষধের তালিকা দিতেছি।

(১) রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি যথা—

হিঙ্গুল	বিষ	শুঠ	যবক্ষার
পারা	কুচিলা	পিপুল	সাজিক্ষার
গন্ধক	ভেলা।	মরিচ	সন্ধবলবণ
সোহাগার খই		হরীতকী	বিট—
তাম্র		আমলকী	বচল—
হরিতাল		বহেড়া।	
মনছাল			
স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক			
রৌপ্য	শিলাজতু	ধুতরাবীজ ও রস	নিমছাল
লৌহ		জয়পাল	
অভ্র		দন্তী	
সীসা		তেউড়ী	
তুতে		কটকী	
		কালমেঘ	
হিরাকস		উচ্ছেপাতা	
গেরিমাটি		আকন্দছাল	
বঙ্গ			আদার রস
অয়স্কান্ত			নিসিন্দা রস
প্রবাল ভস্ম			
মুক্তা ভস্ম			
শুক্তি—			
কড়ি—			

তরুণ এবং মধ্য জ্বরের উপাদানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং প্রধান প্রধান ভেষজগুলির কথা স্মরণ করিলে,— স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে— আমাদিগের দেশের জ্বর চিকিৎসায় এমন সকল ভেষজের সংমিশ্রণে পরিগঠিত যে ডাক্তার দিগের পরিভাষায় বলিতে হইলে বলা যায়, যে ইহার এক দিকে যেমন

বমন

বিরেচন

রস প্রয়োগ— অবস্থিত,

তেমনি অপর একদিকে— দোষ নিঃসারক

পাচনাদি—

এবং অন্যদিকে— ভূত নাশক ঔষধ যাহাতে জীবাণু এবং উদ্ভিজ্জাণু জিঘাংসু ভূতবিশেষ বিধ্বস্ত হয়। এই শেষোক্ত ঔষধের মধ্যে হরিতাল মনছাল পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুইনাইনের সমকক্ষ না হইলেও ঠিক নিম্নের স্তবেই অবস্থিত।

প্রাচীন চরকাদি গ্রন্থের চিকিৎসা যাহাতে লঙ্ঘন বমন হইতে আরম্ভ করিয়া

ষড়ঙ্গ পানীয়

যবাগু

পাচন—কষায়

প্রভৃতি সংশমন ও সংশোধন

ঔষধের ব্যবস্থা আছে, তাহা দোষ নিষ্কাশনের দিক দিয়া দেখিলে ডাক্তারদিগের refigerent স্বরূপ। রস প্রয়োগে জ্বর চিকিৎসা এবং তৎসঙ্গে জয়পাল প্রভৃতি তীব্র বিরেচন এবং সেই সঙ্গে বিষ প্রয়োগ—ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর চিকিৎসা যে চিকিৎসা ডাক্তার জনসন এদেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে জেনারাল হাসপাতালে এবং অন্যান্য স্থানের চিকিৎসায় পরীক্ষা করিয়া যান। ইহার কুফল আপনাদিগকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। তরুণ জ্বরের এই সকল— ঔষধ অগ্নিমান্দ্য হেতু অজীর্ণ হইয়া উদরে সঞ্চিত থাকায়, মধ্যজ্বরে যেমন রোগী উপসর্গাদি দ্বারা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে সময় যে মহান অনর্থ সমুৎপাদন করিতে পারে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই প্রকার ঔষধের অপকারিতা পরিদৃষ্টে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ— তরুণ জ্বরের চিকিৎসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

সকলেই স্বীকার করিবেন, জীর্ণ জ্বরের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ আপনাদিগের যথার্থ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কবিরার কথাও আছে; এই চিকিৎসায় তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এমন সকল ঔষধ ব্যবস্থা করেন, যাহা, জ্বরকে ভূতাভিসঙ্গোত্থ মনে করিলে, সে জ্বর প্রশমনে তাহা অব্যর্থ। প্রকৃত ভূত বিনাশক ঔষধ যাহা, তাহাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থের শেষ-

ভাগে ,সংগৃহীত হইয়াছে। হরিতাল মনছাল এর আবস্ত— এইখানে; সোহাগার খই, তাম্র — এবং সঙ্গে সঙ্গে রস ও গন্ধকের, এমন সুন্দর সমাবেশ এখানে যেমন আর কোথায় তেমন আছে কি? একটু বিচার পরায়ণ হইয়া দেখিলেই আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—

রস ও গন্ধক

ইহাদের অপেক্ষা Parasiticide ঔষধ আর আছে কি? কলিকাতা হাসপাতালে অস্ত্র চিকিৎসার এত যে জয়ধ্বনি! দেখিবেন, ইহার যে কিছু বিজয় বার্ত্তা এই রস ও গন্ধককে মধ্যকেন্দ্র করিয়া সমুদিত।

তারপর হরিতাল মনছাল। পূর্ব্বে এরিলকের ৬০৬ এর কথা বলিয়াছি; ডাক্তারদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ—এই হরিতাল মনছাল কিম্বা তৎজাতীয় ভেষজের উপর সম্পূর্ণরূপে সংপ্রতিষ্ঠিত। উপদংশ একা নহে, যক্ষ্মাতেও এই ঔষধ, কেহ কেহ বলেন একমাত্র ঔষধ, বহুমূত্রেও প্রায় সেই কথা। কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ যেখানে যত প্রকার আছে, সর্ব্বত্রই সেই arsenic—যাহা ডাক্তার Royle বলিয়াছেন, ভারতই ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগবিষয়ে অগ্রণী।

সোহাগার খইএ মুখের ঘা সারে কে না জানেন? — সেই সোহাগার খই আয়ুর্ব্বেদে পত্রে পত্রে! যে জ্বরে অন্ত্রে ক্ষত হয়, যেমন টাইফয়েড জ্বর—সেখানে এই স্বল্প মূল্যের সোহাগা— স্বর্ণ হইতেও বহু মূল্য।

তাই বলিতেছি, যাহাদের পুস্তকে রস আছে, গন্ধক আছে, মনছাল আছে, সোহাগা আছে, তাহাদের পরাঙ্গপুষ্ট কয়েকটি তুচ্ছ উদ্ভিজ্জাণু বা জীবাণুর বিনাশের জন্য আর নাই কি? কুইনাইন নাই বা থাকিল! যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট! তাহাই একত্রে বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিকল্পনা করিয়া ভূতাভিষঙ্গের ধ্বংশার্থে ব্যবহার করিতে পারিলে, আয়ুর্ব্বেদ লইয়া ম্রিয়মাণ হইবার কথা কি?

কিন্তু বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছি, আমরা পুরাণের দিক দিয়া বিষমজ্বর কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া,— মনে করি, হরিতাল মনছাল, সোহাগার খই, রস গন্ধক, তরুণ জ্বরে কিম্বা মধ্য বা জীর্ণ অবস্থাতেও অনিষ্টকর। হিঙ্গুলেশ্বর দিয়া আমরা তত ভয় করি না; কেন না ইহার বটিকা যতদূর সূক্ষ্ম করা যায়, ততদূর আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু হরিতাল মনছাল দেওয়া ঔষধ আমাদের তরুণ জ্বরে আর বড় বেশী স্থান পায় না। ডাক্তারেরা কালাজ্বরে যে সোয়ামিন, আরেহনাল কিম্বা আটক্সিল্ ব্যবহার

করেন— তাহাদের পরীক্ষিত ধন্বন্তরিকল্প ঔষধ যে ইহা— তাহার কারণ, ইহাতে আর্সেনিক আছে। তাঁহারা বলেন রক্তশূন্যতা নিবারণ পক্ষে arsenic অব্যর্থ। তাঁহাদের ব্লডসপিল ও আর্সেনিক; তাঁহাদের arsenoferratose প্রভৃতি ঔষধও যে এত আদরের তাহার কারণ, লৌহ এবং arsenic ইহাতে একত্রে মিশান। ডাক্তারেরা যেখানে কুইনাইন দিয়া উপকার দেখেন না, সেখানে একবার arsenic কোন না কোনরূপে দিবেনই দিবেন। কিন্তু আমরা arsenic কে বাঘের মত দেখি,— দেখিয়া যেখানে দিলে ইহাতে সুমঙ্গল হইবে, সেখান হইতে হটিয়া আসি। আর্সেনিক অর্থ " রসান " করা!

আজ যে টাইফয়েড জ্বর জীর্ণজ্বরে পরিণত হইয়াও, ডাক্তারদিগের হস্তে না সারা পর্য্যন্ত অধিক সংখ্যা যাইতেছে ও থাকিতেছে, তাহার কারণ, আমরা সোহাগার খইএর এত গুণ জানিলেও সেক্ষেত্রে রামবাণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করি। ফলতঃ যে কয়েকটি ঔষধ আমাদের আছে— যে কোন জ্বরের চিকিৎসার্থ সেই কয়েকটি ঔষধ ঔষধের শ্রেষ্ঠ।

আমরা জ্বরের প্রকৃত সংপ্রাপ্তি পৌরাণিক মতের দিক দিয়া না দেখিয়া মিথ্যাহার বিহারের দিক দিয়া দেখিতে গিয়া আমের পরিপাক, দোষের পরিপাক জন্য সময় ক্ষেপণ করি। ডাক্তারেরা সেই সময়ে তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন এবং arsenic প্রয়োগ করিয়া দুর্গ দখল করিয়া ফেলেন।

তাই বলিতেছি— যদি এখন আপনারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের প্রধানতম আরাধ্য মনে করিয়া তাঁহার উপদেশের অনুবর্ত্তন করিয়া মনে করেন জ্বর, মাত্রেই বিষমজ্বর— বা ম্যালেরিয়া, তাহা হইলে প্রথম হইতেই এখন এমন সকল ঔষধ ব্যবহার করুন, যাহাতে ভূতাভিষঙ্গের আশু দমন সংসাধিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমপাচক দোষ প্রশমক ঔষধও দেওয়া সেত আরও ভাল; এবং এমন সকল ঔষধও দিতে বাধা কি যাহাতে রক্তের কণা সকলের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে এই জিঘাংসু ভূত সকলকে নিধন করিতে অব্যর্থ শক্তি সম্পন্ন করে।

আমাদের শাস্ত্রে ইহাও আছে, যে পিতৃগ্রহ আমাদিগের শরীরকে দুষ্টগ্রহ হইতে রক্ষা করে। তাহাদিগকে এই কল্যাণকর কার্য্য সুসম্পন্ন করাইতে হইলে, এমনভাবে তাহাদিগকে পূজা ও সৎকার করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা পুষ্ট হইয়া এই শত্রুদিগের নিধন সাধনে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্বরের কারণ ভেদে অষ্টবিধত্ব যেমন মাধব তাঁহার গ্রন্থের

প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়া শেষকে প্রারম্ভে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ শেষের কথা আগে, আগের কথা শেষে লিখিয়াছেন, সেইরূপ আমার মনে হয়, ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে প্রথমের চিকিৎসা শেষে লিখিত হইয়াছে। হরিতাল ও মনছাল, সেই সঙ্গে রস, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র প্রভৃতির স্থান তাই জীর্ণজ্বরের ভিতর।

ডাক্তারদিগের কুইনাইন যেখানে প্রযোজ্য আমি অনুরোধ করি, সেইখানে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া আপনারা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য পরীক্ষা করেন— যে ইহার অশ্চর্য্য ফল কতদূর?

তরুণজ্বরকে ম্যালেরিয় বা বিষমজ্বর মনে করিলে যাহা করা উচিত তাহাই আমি কবিতে বলি। ঔষধ বিষমজ্বরের ভিতর ঠিকই লেখা আছে, কেবল বুঝিতে হইবে, বিষমজ্বর এদেশে তরুণও যেমন, মধ্যও তেমন জীর্ণও তেমন। সমস্তই ম্যালেরিয়া না হইলেও অধিকাংশই ম্যালেরিয়া। হয় কুইনাইন, না হয় আর্সেনিক তাহার ঔষধ। আর্সেনিক ব্যবহারে যৎ কিঞ্চিৎ কুফল বা ব্যাপত্ত যে নাই, তাহা আমি বলিতেছি না। আছে বলিয়াই আমি বলি, আসুন আমাদের ডাক্তারদিগেব মত সবই আছে; এমন কি অনেক বেশীও আছে। নাই এক কুইনাইন; সে কুইনাইন আমরা ছাড়ি কেন? আসুন সকলে সমবেত হইয়া ইহাকে আমাদিগের ভৈষজ্যরত্নাবলীতে বরণ করিয়া এমন এক অদ্ভুত চিকিৎসা প্রণালীব অবতারণা কবি, যাহা আমাদিগের পুণ্য আয়ুর্ব্বেদকে পুণ্যময় স্থানে দাঁড় করাইতে সক্ষম হইবে। যদি ইহাতে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে, আমি আর অধিক বলিতে অগ্রসর হইব না; একবার এইমাত্র জোড়হস্তে অনুনয় করিয়া বরি— এক-বার পুরাণের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিয়া আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অন্যান্য বিষয়ের মত আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে সত্য কি না?

আমি উপসংহারে পুনরায় আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে তিনি প্রকৃতই বলিয়া গিয়াছেন— জ্বর মাত্রেই শিবজ্বর; শিবজ্বরকে মানব দেহে প্রবেশ করিতে হইলে একমাত্র বিষমজ্বরের আকারে আকারিত হইয়া তাহাতে আবিষ্ট হইতে হয়। শিবজ্বরের চিকিৎসা ভূতাভিষঙ্গেরই চিকিৎসা।

